

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যিক্‌রুল্লাহর গুরুত্ব

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

সম্পাদনায়
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যিক্‌রুল্লাহর গুরুত্ব
হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)
সম্পাদনায়: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
তথ্য ও উপাত্ত সম্পাদনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, ধনিয়ালাপাড়া, ডি. টি রোড, চট্টগ্রাম

প্রকাশনায়: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট,
চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রথম প্রকাশ: জমাদিউস সানী ১৪১২ হি. = ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রি.

দ্বিতীয় প্রকাশ: শাবান ১৪১৯ হি. = ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.

তৃতীয় প্রকাশ: সফর ১৪২৯ হি. = মার্চ ২০০৮ খ্রি.

চতুর্থ প্রকাশ: যুলকাদা ১৪৩৩ হি. = অক্টোবর ২০১২ খ্রি.

পঞ্চম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৪০ হি. = আগস্ট ২০১৯

প্রকাশনা ক্রমিক: ৯৬, বিষয় ক্রমিক: ০২

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬,

mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Quran O Hadither Dristite Zikrullar Goruttho, By: Shaykh Shah Muhammad Abdul Jabbar, Publication By: Shah Abdul Jabbar AS-Sharaf Academy, Chittagong, Bangladesh. Price: 100

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajbd@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

লেখকের আরয.....	৫
যিকরের অর্থ ও গুরুত্ব.....	৭
ফরয ও ওয়াজিব আহকাম আদায়ের পর আলাদাভাবে যিকর করার হুকুম	৮
আল্লাহর পবিত্র নামের যিকর	১০
আত্মার পরিশোধন ও আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব.....	১১
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খালওয়াত বা নির্জনবাস ও যিকরের প্রয়োজনীয়তা	১৩
যিকরকারীদের ফযীলত.....	১৪
আল্লাহ তা'আলার যিকর থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণতি	২১
যিকরের প্রতিদান.....	২৫
যিকরের ফযীলত	৩০
ধন-সম্পদ, সন্তান-সম্ভ্রতি যেন আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ না করে	৩২
যিকরের সাথে যিকরও একান্ত জরুরি.....	৩৩
যিকরের দ্বারা যাহিরী ও বাতিনী সুফলসমূহ.....	৪১
যিকরের উপকারিতা	৬২
কলব পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার উপায়.....	৬৪
প্রকৃত মুমিনের কলব আরশের সমতুল্য ও আয়নাস্বরূপ.....	৬৫
ঈমান ও কলবের চিকিৎসা	৬৭
যিকরের বৈশিষ্ট্য	৬৮
প্রেমময় আল্লাহর গায়রত.....	৬৯
যিকর কি ও কেন?	৭৩
কলবই মানবদেহের মূল চালিকাশক্তি.....	৭৫
হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.)-এর মূল্যবান অভিমত	৭৬
যিকরের গুরুত্ব.....	৭৬
যিকরে ফাঁস আনফাসের তাৎপর্য	৭৮

যিকরকারীর ডাকে আল্লাহপাক সাড়া দেন.....	৮০
কালেমায়ে তাইয়েবা যিকরের বৈশিষ্ট্য	৮২
আল্লাহর যিকরই শান্তির একমাত্র উৎস	৮৫
উত্তম যিকর কোনটি?	৮৯
তথ্যপঞ্জি.....	৯১

নেই বলে মনে করেন এবং কখনও কখনও অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন। তাদের ভুল ধারণা সংশোধন করা এবং সকল ঈমানদার যাতে যিক্ৰের নিয়ামত দ্বারা লাভবান হন, সে উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে এখানে কিছু কথা পুস্তক আকারে পেশ করলাম। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

আরযগুয়ার
(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

লেখকের আরয

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হযরত নবী করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.), মাশায়েখ ও ইমামগণ (রহ.)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, নামায-রোযা, হজ ও শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালনের সাথে সাথে পরে আল্লাহর নামের যিক্ৰ করেছেন। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».

‘হযরত নবী করীম (সা.) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্ৰ করতেন।’^১

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ সময় ছাড়া অন্যকোন সময়েই নবী করীম (সা.) আল্লাহর যিক্ৰ থেকে বিরত ছিলেন না। যিক্ৰের এ গুৰুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বুয়ুর্গানে দীন বলেছেন যে, শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যিক্ৰ বা স্মরণ। আল্লাহর যিক্ৰ বা স্মরণ না হলে কোনো ইবাদত-বন্দেগিরই মূল্য নেই।

রাসূলে খোদা (সা.)-এর এ সুন্নত অর্থাৎ আল্লাহর যিক্ৰ করার প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে আউলিয়ায়ে কেরামের একাকী বা সম্মিলিতভাবে জারি রেখেছেন এবং যিক্ৰ-আযকারের সিলসিলা কায়ম রেখেছেন।

তবে যারা ইসলামের পূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে পারেননি এবং সূফী মনীষীদের আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তারা সূফিয়ায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত যিক্ৰ-আযকারের নিয়মাবলিকে গুরুত্ব দেন না। সেই সঙ্গে এ সম্পর্কে তারা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। তাঁরা দীনের প্রচার ও তাবলীগ, ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানোর প্রতি সীমিতরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে যিক্ৰ-আযকারের প্রয়োজন

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮২, হাদীস: ১১৭ (৩৭৩), হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

ফরয ও ওয়াজিব আহকাম আদায়ের পর

আলাদাভাবে যিক্ৰ করার হুকুম

আল্লাহ তা‘আলা আপন প্রিয় বন্দাকে ডেকে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

‘হে ঈমানদাররা! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিক্ৰ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর (পবিত্রতা বর্ণনা কর)।’^১

আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, ফরয ও ওয়াজিব কাজগুলো সম্পাদন করার পর সকাল-সন্ধ্যা সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও বেশি বেশি যিক্ৰ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সূরা আল-বাকারার ১৫২ আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ۝

‘তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমাকে ডাকো আপদে-বিপদে। আমার রহমত দ্বারা আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।’^২

উল্লিখিত প্রথম আয়াতের সারমর্ম চিন্তা করে আমার পীর সাহেব কেবলা শাহসূফী হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) বলেন যে, ‘বন্দা যত বেশি আল্লাহর যিক্ৰ করুক না কেন আল্লাহর নিকট তা অল্প।’

এজন্য বুয়ুর্গানে দীন বলেছেন, ‘দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহর যিক্ৰ করতে থাক। অন্য কথায় সৃষ্টির আলোচনায় রত থাকার চেয়ে স্রষ্টার যিক্ৰে অধিক নিয়োজিত থাক।’

এ অবস্থায় মুমিন বন্দাগণ ইখলাসের সাথে যে যিক্ৰ করবে, তা অল্প পরিমাণে হলেও আল্লাহপাক দয়া করে তা অধিক হিসেবে গণ্য করে নেবেন।

فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مِّنَ الْيَوْمِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ

‘অতঃপর তোমরা যখন হজের আহকামসমূহ সমাধান করে নেবে তখন তোমরা এমনভাবে আল্লাহর যিক্ৰ ও স্মরণ করবে, যেমন

যিক্ৰের অর্থ ও গুৰুত্ব

কুরআন মজীদে যিক্ৰ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- কুরআন, জুমুআ, নামায, ইলম, তাসবীহ, তকবীর ও দরুদ শরীফ প্রভৃতি অর্থে যিক্ৰের উল্লেখ করা হয়েছে। যিক্ৰের এত অধিক অর্থের বেলায় কোন অর্থটি প্রাধান্য পাবে সে সম্পর্কে আরবি ভাষার নিয়ম হলো: ‘বহু অর্থবিশিষ্ট কোনো শব্দের যে অর্থটি সাধারণ্যে অধিক প্রচলিত, বিশেষ কোনো কারণ বা লক্ষণ পাওয়া না গেলে সেটিই আসল অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।’ এ নিয়মে যিক্ৰের সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থ হলো, যিক্ৰ-আযকার অর্থাৎ আল্লাহর যিক্ৰ ও তাসবীহ। আর যখন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, তখন তা দ্বারা কুরআন মজীদ, জুমুআ, নামায বা ইলম প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করা যাবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, নামায-রোযা, হজ ও যাকাত আদায় তথা শরীয়ত-নির্দেশিত আহকামসমূহের সম্পাদনই যিক্ৰ বা আল্লাহর স্মরণ। একথা এক অর্থে সঠিক বটে। কেননা শরীয়তসম্মত সমস্ত অনুশাসনের প্রতিপালনের মধ্যে মহান আল্লাহ তা‘আলার স্মরণই (যিক্ৰ) একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই তারা স্বতন্ত্রভাবে যিক্ৰ-আযকারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামায-রোযা, হজ-যাকাত প্রভৃতি আহকামের যেমন আলাদা আলাদা গুৰুত্ব রয়েছে, তেমনি যিক্ৰ-আযকারের স্বতন্ত্র গুৰুত্বও অনস্বীকার্য।

হযরত সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইয়াম কুরআন-হাদীসের আলোকে যিক্ৰ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং কুরআন-হাদীসে যিক্ৰের অসীম গুৰুত্ব অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে যিক্ৰের বাস্তব প্রতিফলনের সাধনা করেছেন। কুরআন ও হাদীসে নামায-রোযা, হজ ও জিহাদের ন্যায় গুৰুত্বপূর্ণ শরয়ী আহকাম আদায়ের সাথে সাথে যিক্ৰ করার জন্য যে তাগাদা দেওয়া হয়েছে, তা অনুধাবন করে তাঁরা যিক্ৰ করার প্রতি অত্যধিক আগ্রহী হয়েছেন।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪১-৪২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:১৫২

তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও অধিকহারে।^১

এ আয়াতের মাধ্যমে সেসব লোকের ভুল ধারণা খণ্ডন হয়ে যায়, যারা বলতে চায় যে, আল্লাহর যিকর কেবল আমলী যিন্দেগি তথা নামায-রোযা ও দীনী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং আলাদাভাবে যিকর করার কোনো বিধান নেই। কেননা এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত হজ পালনের পরই যিকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হজের সময়তো আল্লাহর যিকরের বিধান রয়েছে, কিন্তু আরাফাতে হজ পালনের পরও যিকর করতে হবে, আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, এটিই আল্লাহ তা‘আলার হুকুম।

এ যিকর কিভাবে করা হবে; চুপিসারে, না বড় বড় করে? একাকী, না সমষ্টিগতভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহপাকের নির্দেশ হলো: জাহেলী যুগে তোমরা আরাফাত ও মিনায় যেভাবে সম্মিলিতভাবে ও বড় বড় করে বাপ-দাদাদের কথা স্মরণ করতে, ঠিক সেভাবে অথবা তার চেয়েও জোরালোভাবে যিকর করো। কুরআন মজীদে এ ধরনের নির্দেশের আলোকে বুয়ুর্গানে দীন শরীযতের বিভিন্ন আহকাম ও ফরয-ওয়াজিব আদায়ের পর কিছু সময় সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নাম যিকর করার নিয়ম চালু করেছেন। দৈনন্দিন নামাযের বেলায়ও আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ

‘তোমরা নামায আদায়ের পর দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া অবস্থায় আল্লাহর নাম যিকর করবে।’^২

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর বা স্মরণের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা নামায আদায়ের পরের হুকুম। নামাযের মধ্যে আল্লাহর স্মরণের কথা এ ঘোষণায় শামিল নেই। কাজেই নামায রোযা পালন বা শরীযতের হুকুম পালন করাকেই একমাত্র যিকর বা আল্লাহর স্মরণ বলে মনে করে আছেন; এই আয়াতের মর্ম দ্বারা তাদের সেই ভুল ধারণার সংশোধন হওয়া, দূর হওয়া উচিত। আল্লাহপাক সুবহানাহ তা‘আলা আপন হাবীবকে লক্ষ করে বলেছেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

‘আপনি যখনই অবসর পাবেন, তখনই নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবেন এবং আপন প্রভুর দিকে রুজু ও নিবিষ্ট হবেন।’^৩

আর যারা দীনের খিদমতে নিয়োজিত তাঁদের জন্য এ আয়াতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখুন, এ আয়াতটি হযরতের মক্কী জীবনে, ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দিনগুলোতে নাযিল হয়েছে। তখন আল্লাহর নবী শত্রু পরিবেষ্টিত, তাঁর পক্ষে জনবলও অতিঅল্প। দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। এরপর আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যে, দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন থেকে আপনি যখনই অবসর পাবেন, তখনই নামাযের জন্য খাড়া হয়ে যান। এই নামাযের অর্থ নফল নামাযও হতে পারে। কেননা এতে অবসর সময়ের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ফরয নামায হলে তার জন্য কোনো শর্ত আসতো না। কেননা অবসর পাওয়া না গেলেও ফরয নামায আদায় করতেই হবে তা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে হলেও। এরপর বলা হচ্ছে যে, নামায আদায়ের পর আল্লাহর দিকে রুজু ও নিবিষ্ট হোন। এই নিবিষ্টতার জন্য দু‘আ-মুনাজাত, যিকর, মুরাকাবা ও মুশাহাদার সাহায্য নিতে হবে। পীর-মাশায়েখগণ এই আয়াত থেকেই শরয়ী দায়িত্ব পালনের পর বেশি বেশি নফল নামায পড়া এবং নামাযের পর রাসুলের সুল্লাত ও আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে যিকর-আযকারে ও রোনাজারির মাধ্যমে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তালীম দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর পবিত্র নামের যিকর

কেউ কেউ বলতে চান যে, কুরআন মজীদে যে যিকরের কথা বলা হয়েছে তার মানে আল্লাহকে স্মরণ করা। মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যিকর করা নয়। তাদের এ ধারণা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক হলেও সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কুরআন মজীদে বহু আয়াতেই আল্লাহর নামের যিকর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেগুলো কোনোক্রমেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আল্লাহপাক হুকুম দিচ্ছেন,

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۚ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০০

^২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১০৩

^৩ আল-কুরআন, সূরা আশ-শরহ, ৯৪:৭-৮

‘আপনি আপনার রবের যিকর করুন এবং তার দিকে একগ্রহণে
রুজু হোন।’^১

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহর নামের যিকর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আয়াতের পরবর্তী অংশের মর্ম হলো, যাবতীয় বামেলা ত্যাগ করে কিছুক্ষণ একনিষ্টভাবে আল্লাহর যিকর ও ধ্যানের মাধ্যমে তন্ময় হওয়া।

ফরয ও ওয়াজিব কাজ সম্পাদনের পর আল্লাহর যিকর করার হুকুম জুমুআর নামায সম্পর্কিত আয়াতেও উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

‘যখন জুমার নামায সমাধান হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করো। আর আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’^২

এ আয়াতে নামায আদায়ের পর কর্তব্য কাজগুলো সম্পাদন করার একই সাথে বা পরে সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে যিকর করার নির্দেশ রয়েছে। শরীয়ত নিষিদ্ধ সময় ছাড়া সর্বাবস্থায় বান্দা যাতে আল্লাহর যিকর ও আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারে, তার জন্য সূফিয়ায়ে কেরাম কিছু সময় যিকরের মজলিসে বসিয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর ও স্মরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এ হিসেবে যিকরের মাহফিলকে প্রশিক্ষণ মাহফিল হিসেবে গণ্য করা যায়।

আত্মার পরিশোধন ও আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿٢﴾

‘নিশ্চয় সেই ব্যক্তি কামিয়াব ও সফলকাম হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে এবং নিশ্চয় আল্লাহর নামের যিকর করেছে। অতঃপর নামায আদায় করেছে।’^৩

এ আয়াতের প্রথমে নফসের তাযকিয়া বা শুদ্ধিকরণের কথা বলা হয়েছে। তারপর আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য আল্লাহর নামের যিকর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাযকিয়ার উপায় হলো আল্লাহর নামের যিকর। এর সারকথা হলো এমনিতে নামায পড়লে, তা আল্লাহপাক কবুল করবেন বলে আশা রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পছন্দনীয় কামিয়াবি হাসিলের জন্য যে নামায পড়া হবে, তার আগে তাযকিয়ায় নফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে যার হাতিয়ার হলো আল্লাহর নামের যিকর করা।

যিকর মানে কেবল মনে আল্লাহকে স্মরণ করা নয়, বরং মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা চাই; এ বিষয়ে কুরআন মজীদে আরও অনেক দলীল রয়েছে। যেমন- আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ

‘সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে গমনাগমনে এবং সেখানে আল্লাহর নামের যিকর করতে বাধা প্রদান করে?’^৪

এ আয়াতেও যিকরের বেলায় আল্লাহর নামের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদে আল্লাহর নামের যিকরে বাধা প্রদানকারীর চেয়ে যালিম আর কে আছে?

হজের সময় আরাফাত থেকে মীনায় ফিরে আসার পর আল্লাহর যিকর বা স্মরণের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۖ

‘মীনায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর যিকর কর।’^৫

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١﴾

‘সকাল-বিকাল সদা-সর্বদা আল্লাহর নামের যিকর কর।’^৬

এ আয়াতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার যিকর করার জন্য তাগাদ দেওয়া হয়েছে।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘লা, ৮৭:১৪-১৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:১১৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:২০৩

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-ইনসান, ৭৬:২৫

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমামলি, ৭৪:৮

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-জুমুআ, ৬২:১০

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খালওয়াত বা নির্জনবাস ও যিক্রের প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বৃদ্ধবয়সে সন্তানপ্রাপ্তির ঘটনাটিও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের আশ্বাস পেলেন, তখন আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছি, আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। এ অবস্থায় তুমি কি করে আমাদের ঘরে সন্তান দান করবে? তার নিশ্চয়তা হাসিল করতে পারছি না। এজন্য তোমার দরবারের কিছু নিদর্শন চাই। এর জবাবে আল্লাহপাক বলেন^১,

إِنَّكَ أَلَّا شَكَّكَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادَّكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّعْشِيِّ
وَالْبَكَّارِ ۝

‘হে যাকারিয়া! এ ক্ষেত্রে তোমার জন্য নিদর্শন হলো, তিন দিন পর্যন্ত তুমি ইঙ্গিতে ছাড়া মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে।’^২

এই আয়াতে দুটি জিনিসের তা’লীম রয়েছে। যথা—

১. একটি হলো, আল্লাহর খাস রহমত লাভের জন্য তিনদিন বা নির্দিষ্ট কয়েকদিন নির্জনবাস বা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও মেলামেশা থেকে বিরত থাকা।
২. দ্বিতীয়টি হলো, সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সবসময় আল্লাহর যিক্রে নিয়োজিত থাকা।

ফরয ও ওয়াজিব আমল আনযাম দেওয়ার পর আল্লাহর যিক্র যে একান্তই জরুরি কুরআন মজীদে অনেক আয়াতে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সন্দেহকারীদের সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার জন্য

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪০-৪১

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَأَنَا نَسِيْتُ وَالْعَصَى أَفْطَرْتُ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝

^২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪১

এখানে আমরা আরও একটি আয়াত উল্লেখ করছি। হজের সময়ে যিক্রের তা’লীম দিতে গিয়ে আল্লাহপাক বলেন,

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْبُشَيْرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ ۝

‘হজ সমাপনের পর যখন তোমরা আরাফাত থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মাশ’আরুল হারাম বা মুযদালিফায় পৌঁছলে তোমরা আল্লাহর যিক্র করবে। যেক্ষেপে আল্লাহ হিদায়ত করেছেন, সেক্ষেপেই তাঁর যিক্র করবে।’^১

হজ সমাপনের পরও যিক্র করার হুকুম দানের মধ্যে একটি বড় গৃহরহস্য নিহিত রয়েছে। তা হলো পূত-পবিত্র হওয়ার পরও সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্রে রত থাকা বান্দার কর্তব্য। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে হজ এমন একটি আমল, যা আদায় করার পর মানুষ গোনাহ থেকে পূত-পবিত্র হয়ে যায়। আরাফাতে হাযিরি দেওয়ার পর হাজীরা যে মাগফুর ও মকবুল অর্থাৎ মাগফিরাতপ্রাপ্ত ও আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, সহীহ হাদীস শরীফে তার প্রমাণ রয়েছে। এরপরও আল্লাহপাক আরাফাত থেকে পূত-পবিত্র অবস্থায় ফেরার পথে মুযদালিফায় আল্লাহর যিক্র করার হুকুম দিচ্ছেন। তার মানে কোনো অবস্থাতেই যিক্র ত্যাগ করা যাবে না।

সূরা আল-কাহাফের ২৪ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَادْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ۝

‘আল্লাহ তা’আলার কথা ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়া মাত্রই তাঁর যিক্র কর।’^২

বিস্তৃত শরীয়ত নিষিদ্ধ সময়কাল ছাড়া কোনো অবস্থাতেই যিক্র ত্যাগ করা উচিত নয়।

যিক্রকারীদের ফযীলত

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ۖ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِيعْ مَنْ غَفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ۚ وَاتَّبِعْ هُودَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُضًى ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৮

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৪

‘আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে সেই লোকদের সঙ্গে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের প্রতি খেয়াল করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না এবং আপনি সেই লোকের অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমার যিক্র হতে গাফিল করে দিয়েছি। যে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং তার অবস্থা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।’^১

এ আয়াতের তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। আল্লাহপাক স্বয়ং নবী করীম (সা.)-কে হুকুম দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর রেযামন্দির জন্য যিক্র করে তাদের উৎসাহদানের জন্য আপনার সঙ্গ দান করুন। যাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ হুকুম উম্মতের শিক্ষার জন্য। আল্লাহপাক বলেছেন যে, যারা সকাল-সন্ধ্যা আমার যিক্র করতে রত রয়েছে, তারা ভালো কাজে রত। তারা আমাকে চায়, তারা আমার এতই প্রিয় যে, তাদের প্রতি আমার রহমতের দৃষ্টি নিবন্ধ রয়েছে। কাজেই আপনিও তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন। দুনিয়াবি জাঁকজমকের প্রতি খেয়াল করে তাদের দিক থেকে আপনার দৃষ্টি ফেরাবেন না। তাদের পার্থিব জাঁকজমক না থাকলেও তারা আমার প্রিয় বান্দা। পক্ষান্তরে যারা আমার যিক্র থেকে বিরত, তারা প্রকৃতই দুর্ভাগা। কেননা আমি তাদের অন্তরকে আমার যিক্রের মত মহানিয়ামতকে বঞ্চিত করেছি। এখান থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় পাই। যেমন—

১. হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে প্রকৃতপক্ষে উম্মতের নর-নারীকে সকাল-সন্ধ্যা যারা আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর যিক্র করে তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের হুকুম দিয়েছেন।
২. যাকিরীনদের সাহচর্য লাভ সহজ কাজ নয়। সাধারণত যিক্রে মানুষের মন বসতে চায় না। তাই আল্লাহপাক ধৈর্যের সাথে নিজেকে এ কাজে নিয়োজিত রাখতে বলেছেন, তরীকতের পীর-মশায়েখগণও প্রকৃতপক্ষে এরই তা’লীম দিয়ে থাকেন।

৩. ফরয-ওয়াজিব আদায়ের পরও যারা মসজিদে ও খানকায় বসে যিক্র করে, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর রেযামন্দির বা সন্তুষ্টি চায়।

আল্লাহপাক যিক্রকারীদের আরও উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যেমন—ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَاتٌ

‘অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্রকারী পুরুষ ও নারী।’^২

এ আয়াতে মুসলমান, মুমিন, অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভয় পোষণকারী, সদকা দানকারী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন পুরুষ ও নারীর সাথে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্রকারী পুরুষ ও নারীর প্রশংসা করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যিক্রকারীদেরকে উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ যাঁদের জন্য মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাকিরীনদেরকেও তাদের মধ্যে शामिल করেছেন।

যিক্রকারীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের হুকুম দিয়ে আল্লাহপাক আরও ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْرُؤُا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

‘যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে (আল্লাহর যিক্র করে) তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না।’^২

উল্লিখিত যে আয়াতটিতে হযরত নবী করীম (সা.)-কে যিক্রকারীদের সঙ্গে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে, এ আয়াতের অর্থ তারই পরিপূরক। অর্থাৎ এ আয়াতেও যিক্রকারীদের সঙ্গ লাভের হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং তারা যে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি চায় তার স্বীকৃতি রয়েছে। এজন্য পীর-মশায়েখগণ মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের শ্রেণিভুক্ত করার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম, ৫২:৫২

মুফাস্সিরদের সরদার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন যে, ‘وَالذِّكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالذِّكْرُ لِلَّهِ’-এর অর্থ হচ্ছে, নামাযসমূহের পরে সকালে-বিকালে ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময়, বাইর থেকে ঘরে প্রবেশ করার সময়, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়; মোটকথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করা।^১

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, ‘কেউ ততক্ষণ এই আয়াতে বর্ণিত যাকিরীনের মধ্যে शामिल হবে না, যতক্ষণ দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া; সর্বাবস্থায় যিক্র করবে না।’^২

শরীয়তের বিভিন্ন আহকাম নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে, কিন্তু যিক্র সহীহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নেই। যিক্র পবিত্রতা-সহকারে বা পবিত্রতা ছাড়া এবং দাঁড়ানো, বসা ও শোয়ার সময় সম্পূর্ণ সহীহ। এ জন্যে ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ،
وَالْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ، وَذَلِكَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ
وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالِدُعَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

‘ওলামায়ে কেরাম একথার ওপর ঐক্যমত পোষণ করেন যে, অন্তরে, মুখে ও অযু না থাকা অবস্থায়, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় এবং হায়য নিফাসঅলী মহিলাদের জন্য যিক্র করা জাযিয়। এ হুকুম তাসবীহ পাঠ, আল-হামদুলিল্লাহ পড়া, আল্লাহ আকবর পড়া, রাসূলে পাক (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা, দু‘আ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।’^৩

^১ আল-ওয়াহিদী, আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ, খ. ২, পৃ. ৪৭১:

يُرِيدُ فِي أَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَعُدُّوْا وَعَشِيًّا، وَفِي الْمَضَاجِعِ، وَكُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، وَكُلَّمَا غَدَا وَزَاحَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَكَرَ اللَّهَ.

^২ আল-বগওয়ী, মা‘আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৬৪০:

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا حَتَّى يَذْكُرَ اللَّهَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا.

^৩ আন-নাওয়াযী, আল-আযকার, পৃ. ১১

এ প্রসঙ্গে শায়খ আবদুল কাদির ঈসা (রহ.) বলেছেন যে,

فَالذِّكْرُ صِفَالُ الْقُلُوبِ، وَمِفْتَاحُ بَابِ النِّفَاحِ، وَسَبِيلُ تَوَجُّهِ
التَّجَلِّيَّاتِ عَلَى الْقُلُوبِ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّخَلُّقُ، لَا بَغَيْرِهِ.

‘যিক্র কলব পরিষ্কার করার হাতিয়ার এবং অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার আধ্যাত্মিক নিয়ামত আসার চাবি ও কলবমূহের ওপর আল্লাহর তাজাল্লী আসার পথ। যিক্রের দ্বারাই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব হয়, অন্য কিছু দ্বারা নয়।’^৪

এ কারণে মুরীদ কোনো অবস্থাতেই চিন্তিত ও দুঃখিত হয় না, বরং আল্লাহর যিক্রের প্রতি অবহেলার কারণেই তাকে চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত হতে হয়। যদি আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকে, তাহলে যিক্রকারীর আনন্দ চিরস্থায়ী হয়, তার চোখ জুড়ায়। কেননা যিক্রই হচ্ছে আনন্দ ও খুশির উৎস। অন্যদিকে যিক্রের প্রতি অবহেলা দুশ্চিন্তা ও অন্তরে আবর্জনা আনে।

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا ۚ
يُزَاهَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

‘নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, আর আল্লাহ তাদেরকে এই প্রতারণার প্রতিফলন দান করবেন। আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়, শুধু লোকদের দেখানোর জন্যই নামায পড়ে এবং আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করে না তবে খুবই কম।’^৫

এ আয়াতে যারা নামাযে অলসতা দেখায় এবং যিক্র কম করে তাদেরকে আল্লাহপাক মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۚ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ
اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার দিকে নিবিশ্ট হয়, তাকে তিনি নিজের দিকে পথ দেখান। (আল্লাহ যাদেরকে নিজের দিকে নিয়ে

^৪ আবদুল কাদির ঈসা, হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ, পৃ. ৭০

^৫ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪২

যান তারা এমন লোক) যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তা'আলার অন্তঃকরণ তুষ্ট হয়। উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর যিকরেই অন্তরসমূহে শান্তি লাভ হয়ে থাকে।^১

এখানে নামায ও যিকরের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, নামায ভিন্ন জিনিস আর যিকর ভিন্ন জিনিস। কাজেই কেউ যেন ধারণা না করে যে, নামাযকেই যিকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া উল্লিখিত আয়াতে নামাযের আগেই যিকরের কথা বলা হয়েছে। তার মানে যিকরের কথা যাদের মনে থাকবে নামায-রোযা প্রভৃতির কথাও তাদের স্মরণে থাকবে।

فِي بُيُوتٍ إِذْنُ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

‘আল্লাহ মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে তার নাম যিকর করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যেখাসে সকাল-সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ করা হয়।’^২

এ আয়াতে মসজিদসমূহে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুফিয়ায়ে কেরামও মসজিদ ও খানকায় বসে সম্মিলিতভাবে যিকরে জলী (উচ্চৈঃস্বরে যিকর) করার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহপাক মুমিন যাকিরীন বন্দাগণের প্রশংসা করে আরও ফরমায়েছেন যে,

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝

‘আমার কিছু সংখ্যক এমন বন্দা রয়েছে, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা কেনা আল্লাহর যিকর ও নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না।’^৩

কেনাকাটায় ও কাজ-কর্মের ঝামেলায় মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলার যিকর ও স্মরণকে ভুলে না যায়, তার জন্যই পীর-মশায়েখগণ হালকায়ে যিকরের মাধ্যমে এর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

^১ আল-কুরআন, সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৭-২৮

^২ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩৬

^৩ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فَعَةً فَاتَّبِعُوا أَوْادُكُمُ اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন জিহাদের ময়দানে শত্রুদের সম্মুখীন হবে তখন দৃঢ়পদে থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করবে। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।’^১

এ আয়াতে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের ওপর বিজয়ের শর্ত দৃঢ়পদ এবং আল্লাহ তা'আলার যিকর করা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করার সময়ও আল্লাহ তা'আলার যিকর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই যিকরের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বিরাত দীনী দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহপাক যিকর করার হুকুম দিয়েছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

‘নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসকে ভয় করে এবং বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকর করে।’^২

এ আয়াতে আল্লাহর রাসূলের উত্তম আদর্শ থাকার কথা বলার সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, এই আদর্শ অনুসরণের জন্য কয়েকটি যোগ্যতা থাকতে হবে। যথা—

১. একটি হলো, আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় থাকতে হবে।

২. দ্বিতীয়টি, আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করতে হবে।

কাজেই যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ হওয়ার কথা চর্চা করেন, উল্লিখিত দুটি বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

যিকরের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহপাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:৪৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

‘হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সম্ভূতি আল্লাহর যিকর থেকে বিরত না রাখে। যারা এরূপ করবে (আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ হবে) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’^১

আল্লাহ তা‘আলার যিকর থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণতি

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ

‘যে ব্যক্তি রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তার ওপর আমি একটি শয়তান বলবৎ করে দিই, সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।’^২

এ আয়াতের তাফসীর-স্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ بَنِي آدَمَ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، وَإِذَا غَفَلَ فَوَسَّوَسَ».

‘শয়তান আদম সন্তানের কলবের ওপর চাক দিয়ে বসে আছে। মানুষ যখন আল্লাহর যিকর করে তখন সরে যায় আর যখন আল্লাহ তা‘আলার যিকরের গাফলতি করে তখন আবার কুমন্ত্রণা দেয়।’^৩

আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রশংসা করে বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝

‘যারা রাতে ঘুম ত্যাগ করে বিছানা থেকে উঠে যায় এবং

আযাবের ভয় ও রহমতের আশা নিয়ে আপন প্রভুকে ডাকতে থাকে।’^৪

فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

‘ধ্বংস তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহ তা‘আলার যিকর হতে বিমুখ হওয়ার কারণে শক্ত হয়ে গেছে। এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত।’^৫

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

‘তোমরা একনিষ্ঠভাবে খালেস নিয়তে আল্লাহকে ডাক।’^৬

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ

‘নিশ্চয় ঈমানদারগণ হচ্ছে তারা, যাদের সম্মুখে আল্লাহ তা‘আলার যিকর করা হলে তাদের অন্তর আল্লাহ তা‘আলার মহানত্বের চিন্তা করে ভয়ে কম্পমান হয়।’^৭

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

‘ঈমানদারদের জন্য কি সেই সময় এখনো আসেনি যে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা‘আলার যিকর করে এবং যে সত্যধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে তার জন্য ভয়ে বিগলিত হবে।’^৮

اسْتَوْعِدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

‘শয়তান তাদের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দল। ভালোভাবে জেনে রেখো, শয়তানের দল নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।’^৯

وَإِذْ ذُكِّرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৯

^২ আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৩৬

^৩ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৭, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৩৪৭৭৪,

[এর তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, «الْوَسْوَسُ الْخَنَّاسُ» (الناس: ৬)]

«الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسَّوَسَ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ».

তবে আবু ইয়ালা আল-মুসলী, আল-মুসনদ, খ. ৭, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৪৩০১-কর্তৃক আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে নিম্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

«إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعَ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ التَّقَمَّ قَلْبُهُ فَذَلِكِ

الْوَسْوَسُ الْخَنَّاسُ».

^৪ আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদা, ৩২:১৬

^৫ আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯:২২

^৬ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৯

^৭ আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:২

^৮ আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:১৬

^৯ আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালা, ৫৮:১৯

‘স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালককে নিজ অন্তরকরণে বিনয় ও ভয় সহকারে। আর উচ্চস্বর ব্যাতিরেকে নিম্নস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়। আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’^১

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ

‘নিশ্চয় নামায খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তা’আলার যিকরই সবচেয়ে বড়।’^২

এ আয়াতে নামাযের উপকার ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নামায অন্যায ও অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে। তবে নামাযের দ্বারা এই উপকার কি আমরা সবাই সমানভাবে লাভ করি? নিশ্চয়ই না। কারণ যে পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে মহান আল্লাহপাককে স্মরণ করা, আল্লাহর ভয়-ভীতি নিয়ে নামায পড়া দরকার তা আমরা পারি না। কাজেই বোঝা যায় যে, নামাযের উপকার পুরোপুরি লাভ করার জন্য দরকার হলো উপযুক্ত অন্তর। আর সে অন্তর বা ‘কলবে সলীম’ তৈরির জন্য হাতিয়ার হলো যিকর। আয়াতের পরবর্তী অংশে তাগাদা নির্দেশক لَا مَ এনে কথাটিই খুব শক্তিশালীভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যিকরই হলো সবচেয়ে বড় وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ এবং এর দ্বারা যিকরের উচ্চতর মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, বান্দা যখন আমার যিকর করে এবং ওষ্ঠদ্বয় আমার নামের যিকর দ্বারা নড়াচড়া করে, তখন আমি তার সাথে থাকি (তাকে আমার সান্নিধ্য দান করি।)’^৩

এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিকরকারীগণ আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকেন, তখন আল্লাহ তা’আলার পরম সান্নিধ্য তাদের নসীব হয়।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আ’রাফ, ৭:২০৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

^৩ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৪৬, হাদীস: ৩৭৯২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! শরীয়তের হুকুম আহকাম ও আমলসমূহ আমার জন্য ভারী হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত এমন কিছু জিনিস বাতলে দিন, যা আমি মজবুতভাবে পালন করতে পারব। তখন রাসূলে পাক (সা.) বললেন, ‘তোমার যবান যেন আল্লাহ তা’আলার যিকরের দ্বারা সদা-সর্বদা ভেজা থাকে।’^৪

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ فِي عَصَابَةٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَهُمْ قَاصِدًا حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ، فَكَفُّوا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامًا لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا».

হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সালমান আল্লাহ তা’আলার যিকরে রত একদল লোকের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাদের কাছে আগমন করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সম্মানে তারা সবাই থেমে গেলেন। হযরত নবী করীম (সা.) বললেন, ‘তোমরা এতক্ষণ কি বলেছিলেন? আমি দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছিল। তাই তোমাদের সাথে এই কাজে শরীক হওয়ার আগ্রহ নিয়ে এসেছি।’^৫

^৪ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৭, হাদীস: ৩৩৭৫

^৫ (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ২১০, হাদীস: ৪১৯; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২৮, পৃ. ৪৯-৫০, হাদীস: ১৬৮৩৫:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ ﷻ. قَالَ: اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَنَا إِنِّي لَمْ أَتَخْلِفْكُمْ هُمْمَةً لَّكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِّنِّي، وَإِنَّ

যিক্রের প্রতিদান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ الرَّبُّ ﷻ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أُعْطِيَتهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ».

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা বলেন, কুরআন তিলাওয়াত ও আমার যিক্র যাকে আমার কাছে কোনো কিছু চাওয়া ও প্রার্থনা থেকে বিরত রেখেছে, তাকে আমি প্রার্থনাকারীদের চেয়ে উত্তমভাবে দান করি।’^১

এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কুরআন তিলাওয়াতকারী ও যিক্রকারীর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কারণে আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে যিক্রকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারীদের প্রার্থনা ব্যতিরেকে উত্তমভাবে চাহিদা পূরণ করার ওয়াদা আল্লাহপাক দান করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لَ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتُكُمْ». قَالَ: «فَيَحْفُوهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার বহু ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা যিক্রের মজলিস খুঁজে

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ ﷻ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: اللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ نَهْمَةً لَكُمْ، وَإِنَّهُ أَتَانِي جَرِيْلٌ ﷻ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ ﷻ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ».

^১ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান = আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ২১১২, হাদীস: ৩৩৯৯; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৯২৬; (গ) আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৮৬০

বেড়ান। যখন তাঁরা যিক্রের মাহফিল খুঁজে পান তখন একে অপরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা যা তালাশ করছ তা এখানে পাওয়া গেছে, এখানে এসো। তারপর তাঁরা নিজ নিজ পাখা দ্বারা যিক্রকারীদেরকে ঢেকে ফেলেন।’^২

এ হাদীসের মাধ্যমে মাহফিল বা মজলিস আকারে যিক্র করার গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া মজলিস আকারে যিক্রকারীদের উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, ‘তাদেরকে ফেরেশতারা নিজেদের পাখা দিয়ে ঢেকে নেন।’

এ হাদীস দ্বারা হযরত রাসূলেপাক (সা.)-এর যমানায় মজলিস আকারে যিক্র করার নিয়ম প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «حِلْقُ الذِّكْرِ».

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যদি কখনও বেহেশতের বাগান দিয়ে যাও তখন সেখান থেকে কিছু মেওয়া ভক্ষণ করো।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পৃথিবীর ওপর বেহেশতের বাগান কি? ইরশাদ করলেন, ‘যিক্রের হালকা (লোকদের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে সমবেতভাবে বা হালকা করে যিক্র করা)।’^৩

وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

জিজ্ঞেস করলেন, সেই হালকায় মেওয়া ভক্ষণ অর্থ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? ইরশাদ হলো, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্র করা।’^৪

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস: ৬৪০৮, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬৯, হাদীস: ২৫ (২৬৮৯)

^২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৩৫১০

^৩ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৩৫০৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «الْمَسَاجِدُ»، قُلْتُ: ...

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ». قَالَ: فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ. قَالَ: هُمْ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ، مِنْ قِبَائِلَ شَتَّى، وَبِلَادٍ شَتَّى، يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَذْكُرُونَهُ».

হযরত আবদু দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কিছু সংখ্যক লোককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা নূরের মিশরে বসাবেন; যাঁদের উচ্চ মর্যাদা দেখে লোকেরা ঈর্ষাবোধ করবেন। কেননা তারা নবীও নন, শহীদও নন। এরপরও এত মর্যাদা কিভাবে পেলেন? তখন একজন বেদুঈন সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে একটু তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, ‘তারা বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা’আলার যিকর করার জন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন এবং সেখানে আল্লাহর যিকর করেছেন।’

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহপাক বলেন, বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে সেই ধারণা অনুযায়ী কাজ করি। আর বান্দা যখনই আমার যিকর করে তখনই আমি তার সাথী হই। সে যদি একাকী আমার যিকর করে, তাহলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিস

আকারে আমার যিকর করে, তাহলে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তাদেরকে স্মরণ করে থাকি।’^১

এ হাদীসের মাধ্যমেও আমাদের সামনে যিকরের গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে যায় এবং বোঝা যায় যে, বান্দা যিকরের মাধ্যমেই আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। যিকর মজলিস আকারে করলে যে তা আল্লাহ তা’আলার দরবারে কবুল হয়, তা একথা থেকেই বোঝা যায়। কারণ আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এর প্রতিদান দেওয়ার জন্য নূরানী ফেরেশতাদের নিয়ে মজলিসের আয়োজন করেন এবং সেখানে তাদের কথা আলোচনা করেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ الرَّبُّ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَقِيلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ».

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ জান্না শানুহু তা’আলা বলেন, কিয়ামতের দিবসে আহলে মাহশর সবাই, অবিলম্বে ‘আহলে করম’ কারা, তা জানতে পারবে।’ তখন প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আহলে করম কারা? উত্তরে ফরমালেন, ‘মসজিদসমূহে যিকরের মজলিসে যোগদানকারী লোকেরা।’^২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَّكُمْ، قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ».

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলে আকরম (সা.) থেকে রিওয়াত করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, ‘এমন কোনো যিকরকারীর দল নেই, যারা একমাত্র

^১ আত-তাবারানী, সূত্র: আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ালিদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ালিদ, খ. ১০, পৃ. ৭৭, হাদীস: ১৬৭৭০

^২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১২১, হাদীস: ৭৪০৫, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬১, হাদীস: ২ (২৬৭৫) ও পৃ. ২০৬৭, হাদীস: ২১ (২৬৭৫)

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৮, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৬৫২, (খ) আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ৭১, হাদীস: ৫৩১

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যিকর করেছেন আর তাদেরকে আসমান থেকে আওয়াজকারী ডাক দিয়ে বলেন না: হে যাকিরীনগণ! এই সুসংবাদ নিয়ে যাও যে, তোমরা এখন গোনাহ থেকে মুক্ত। শুধু তাই নয়, তোমাদের গোনাহসমূহকে সওয়াবে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে।^১

عَنْ مَالِكِ بْنِ يُحْيَى: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ آخِرَ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

মালিক ইবনে ইউখামির থেকে বর্ণিত, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) তাদেরকে বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ যে কথা বলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তা ছিল, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন আমলটি আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি প্রিয়? তখন তিনি বললেন, 'তুমি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তোমার মুখ আল্লাহর যিকরে তাজা ও সিক্ত থাকবে।'^২

যিকরের ফযীলত

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا: بِحُجْنٍ».

‘তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কর, যতক্ষণ না লোকেরা বলে যে, সে পাগল হয়ে গেছে।’^৩

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে। আল্লাহর হাবীব ইরশাদ করেছেন,

«أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُتَأَفِّقُونَ: إِنَّكُمْ مُرَأَوُونَ».

‘তোমরা (আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে) বেশি বেশি যিকর করতে থাক, যতক্ষণ না মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা তো লোক দেখানোর জন্য যিকর করছে।’^৪

এ দুটি হাদীসে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করার জন্য তাগীদ দেওয়া হয়েছে। যিকরকারীর মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

«إِنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ».

‘যাদের যবান সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকর দ্বারা সিক্ত থাকবে, (যারা সবসময় যিকরে রত থাকবে) তাদেরকে খুশি ও আনন্দিত অবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।’^৫

এ হাদীসে আল্লাহর যিকরকারী বান্দাদের সন্তুষ্টি ও আনন্দিত অবস্থায় বেহেশতে দাখিল করার সুসংবাদ রয়েছে। শুধু তাই নয়, বেহেশতে গিয়েও আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ যিকরের ফযীলত ও প্রতিদান দেখে অভিভূত হয়ে যাবেন। যেমন— এক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে,

«لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَّرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا».

‘বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে বসবাসকালীন সময়ে দুনিয়াবী কোনো বস্তু বা ধন-দৌলত, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির জন্য আফসোস করবে না; বরং জীবনের যে মুহূর্তটি আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য অনুতাপ করতে থাকবে।’^৬

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও যিকরে সময় ব্যয় করাই বড় দৌলত। তাই যাদের এ

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৯, পৃ. ৪৩৭, হাদীস: ১২৪৫৩, (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, আল-মুসনদ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭, হাদীস: ৪১৪১

^২ (ক) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ২০, পৃ. ১০৬, হাদীস: ২০৮; (খ) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৭৪, হাদীস: ১৬৭৪৭

^৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৮, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৬৫৩ ও পৃ. ২১২, হাদীস: ১১৬৭৪; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ৬৪-৬৫, হাদীস: ৫২৪; হযরত আবুল জাওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৫ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৬, পৃ. ৫৮, হাদীস: ২৯৪৫৯, খ. ৭, পৃ. ১১১, হাদীস: ৩৪৫৮৭ ও পৃ. ১৭০, হাদীস: ৩৫০৫২; হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৬ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ২০, পৃ. ৯৩, হাদীস: ১৮২; হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত

দৌলত নসীব হয়েছে তারা কোনো দুনিয়াবী অস্থায়ী নিকৃষ্ট দৌলতের জন্য যে সময় ব্যয় করেছে সে জন্য আফসোস করবে? বেহেশতীগণ দুনিয়াতে থাকাকালীন আল্লাহর যিকরে যত সময় ব্যয় করেছেন এবং যত মেহনত করেছেন তার ফল ও প্রতিদান বেহেশতের মধ্যে বিরাট আকারে পাওয়ার পর আফসোস করে বলবেন হায়! যদি আরও বেশি বেশি যিকর করে আসতাম! এবং যিকর ছাড়া জীবনের কোনো মুহূর্তই অতিবাহিত না করতাম, না জানি আরও কত বেশি উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হতাম। যিকরকারীদের মর্যাদা কত বেশি তা আরেকটি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আল্লাহর হাবীব ইরশাদ করেছেন,

«أَفْضَلُ الْعِبَادِ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا»।

‘কিয়ামত দিবসে আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে যাকিরীনই সর্বোত্তম।’

কেননা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহ তা‘আলার দর্শন ও নৈকট্য লাভের জন্য সবসময় আল্লাহ তা‘আলার যিকরে রত থাকেন এবং এজন্য তাঁরা আল্লাহর প্রেমিক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রেমিক বান্দাদের এরূপ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ না করে

পক্ষান্তরে দুনিয়ালোভী হয়ে দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য রাত দিন চিন্তায় মগ্ন থাকে, তারা নিছক দুনিয়াদারের অন্তর্ভুক্ত। আখেরাতে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের আশা করা যায় না। সূফিয়ায়ে কেরাম এরূপ দুনিয়াদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছেন। তাদের এ জাতীয় উক্তিকে কেউ কেউ হাদীস বলেও উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হচ্ছে:

«الدُّنْيَا حَيْفَةٌ، وَطُلُوبُهَا كِلَابٌ»।

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৮, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ১১৭২০, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৮, হাদীস: ৩৩৭৬; (গ) আস-সুয়ুতী, আল-ফতহুল কবীর ফী যম্মিয় যিয়াদাতি ইলাম জামিয়াস সগীর, খ. ১, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ২১৩৯; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

‘দুনিয়াটি হচ্ছে, কোনো জীব-জন্তুর পঁচা মৃতদেহ, আর দুনিয়াসন্ধানী হলো কুকুর সদৃশ্য।’

একথার সারমর্ম হলো, যারা দীনি দায়িত্ব ও আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে সদা-সর্বদা দুনিয়া তালাশে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে মরা লাশ ভক্ষণকারী কুকুর বলা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোঝা যায় সে বিষয়টি হলো, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিচয় বা কোন কাজটি আখেরাতের কাজ এবং কোনটি দুনিয়ার কাজ হিসেবে গণ্য হবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যেসব পার্থিব কাজ-কর্ম মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও যিকর থেকে এবং দীনি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে তা দুনিয়াবী কাজ হিসেবে গণ্য। এজন্য আল্লাহপাক কড়া নির্দেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُهِنُّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ①

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর যিকর থেকে ফিরিয়ে না রাখে। যারা এরূপ কাজ করবে তারা (উভয় জগতে) ক্ষতিগ্রস্ত।’^২

এ আয়াত দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, যাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ রাখবে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»।

‘নেক বান্দাদের হাতের মাল কতই না উত্তম।’^৩

কারণ তা নেক কাজেই ব্যয় করা হয়ে থাকে। যে মাল পরোপকারের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে তা প্রশংসনীয় দীনি কাজ হিসেবে গণ্য। শুধু

^১ (ক) আস-সুয়ুতী, আদ-দুরারুল মুনতাসারা ফিল আহাদীসিল মুশতাহারা, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ২৩০; (খ) আল-আজলুনী, কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, খ. ১, পৃ. ৪০৯, হাদীস: ১৩১৩; হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত; অর্থে দিক থেকে বিগত হলেও এটি মূলত কোনো হাদীস নয়।

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৯

^৩ আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৪৬, হাদীস: ১১৯০; হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

সম্পদই নয় সন্তান-সন্ততির বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

«أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

‘নেককার সন্তান, মাতা-পিতার জন্য দু’আ করে তাদের দ্বারা মৃত মা-বাবার উপকার হবে।’^১

তার মানে নেক সন্তান লালন-পালন করা বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবী কাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আখেরাতের কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

যিক্‌রের সাথে ফিক্‌রও একান্ত জরুরি

যিক্‌রের গুরুত্ব, যাকিরীনের মর্যাদা এবং দীনী ও দুনিয়াবী কাজের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার পর আরেকটি সন্দেহ দূর হওয়াও জরুরি যে, সাধারণত যিক্‌র-আযকার মানে আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণবাচক নামসমূহ মুখে উচ্চারণ করাকেই মনে করা হয়। অথচ এ ধারণা যথার্থ নয়। প্রকৃত যিক্‌র হচ্ছে, মুখের যিক্‌রের সাথে সাথে অন্তরেও আল্লাহ তা’আলার স্মরণ থাকতে হবে। অন্তরে স্মরণ করা বা চিন্তা করাকেই ইসলামের পরিভাষায় যিক্‌র বলা হয়। এই যিক্‌র যতই গভীর হয় যিক্‌রের মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পায়। মুখে যিক্‌রের সাথে সাথে যখন যাকির আল্লাহর যাত, সিফাত ও সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা ও যিক্‌রে নিমগ্ন হয় তখন আল্লাহর গোপন ভেদের আলোকে তার অন্তরচক্ষুর দৃষ্টি খুলে যায়, অন্তর আলোকিত হয়। এই অবস্থাকে পীর-মাশায়েখগণ মুরাকাবা-মুশাহাদা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যভাণ্ডার উদ্ঘাটন করার জন্য এ ধরনের ফিক্‌র করার নির্দেশ দিয়েছেন সূরা আল-বাকারায়। তাতে জ্ঞানী লোকদের প্রথম পরিচয় হিসেবে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা’আলার যিক্‌র ও স্মরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচয় আসমানসমূহ পৃথিবীও সৃষ্টির রহস্য নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস: ১৪ (১৬৩১):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ...».

যিক্‌রের দ্বারা অন্তর যখন পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়, তখন আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলে তার সামনে আল্লাহ তা’আলার ওয়াহদানিয়াত ও মা’রিফাতের পরিচয় প্রকাশিত হবে। তখন তার দৃষ্টির সামনে সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই বিরাজ করবে। তাদের অবস্থা হবে,

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۖ

‘যেদিকে মুখ করবে সেদিকেই আল্লাহ তা’আলার নির্দশন দেখতে পাবে।’^২

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন,

برگ درختان سبز بیش خداوند هوش ☆ هر ورقی دفترست معرفت کردگار

‘সবুজ বৃক্ষের পত্ররাজী জ্ঞানী লোকদের দৃষ্টিতে তার প্রতিটি পাতা-পত্রই আল্লাহ তা’আলার মা’রিফাত ও পরিচয় লাভের একটি দপ্তর বা গ্রন্থ।’^৩

এ ফিক্‌র বা চিন্তা-গবেষণাসহ যিক্‌রের গুরুত্ব বোঝার জন্য একটি হাদীসের মর্ম অনুধাবন করাই যথেষ্ট হবে। ইরশাদ হয়েছে,

«تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ».

‘আল্লাহ তা’আলার গুণাবলি ও নির্দশনসমূহ নিয়ে কিছু সময় চিন্তা গবেষণা করা এক হাজার বছর ধরে অমনোযোগী ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।’^৪

সারকথা হচ্ছে, যে শব্দ নিয়ে মুখে যিক্‌র করা হয়, অন্তর যদি সে সম্পর্কে গাফিল থাকে তাহলে তখন আল্লাহ তা’আলার দরবারে সে যিক্‌রের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। এজন্য কোনো এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:১১৫

^৩ শায়খ সা’দী, গযলিয়াত, পৃ. ২২৬

^৪ (ক) ইবনুল জওযী, আল-মওযু’আত, খ. ৩, পৃ. ১৪৪: «فَتَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ» তিনি বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। (খ) আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী, আল-উযমা, খ. ১, পৃ. ২৯৯-৩০০, হাদীস: ৪৩; (গ) আশ-শওকানী, আল-ফাওয়ায়িদুল মজমূআ ফিল আহাদীসিল মওযুআ, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৯৪; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

ذَكَرْ جُزْءًا مِنْ نَفْسِكَ هِيَ وَهِيَ كَانَتْ تَك

ذَكَرْ جُزْءًا مِنْ نَفْسِكَ هِيَ وَهِيَ كَانَتْ تَك

‘যে যিক্র শুধু মুখে করা হয় তা কেবল কান পর্যন্ত পৌঁছে, এর উর্ধ্বে নয়। কিন্তু যে যিক্র কলব হতেও একযোগে বের হয়, তা রহমানুর রহীমের আরশ পর্যন্ত পৌঁছে।’

এ অবস্থার কথা চিন্তা করে কোনো এক আল্লাহর অলী বলেছেন,

«الذِّكْرُ بِلَا فِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ».

‘বিনাফিক্রে যিক্র করা কুকুরের আওয়াজের ন্যায়।’

তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুখে ফিক্র করলে এবং অন্তরে যিক্র না থাকলে সম্পূর্ণ নিষ্পল হয়ে যাবে। কেননা মুখে যিক্রের দ্বারা মুখের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আজ-বাজে কথা বলার পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করাও কম কথা নয়। কাজেই মুখে যিক্রকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। তা যতই সামান্য হোক না কেন। তবে উপরোক্ত উদাহরণটির মর্ম কথা হচ্ছে, এক শ্রেণির উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুয়ুর্গানে দীন ফিক্র যুক্ত যিক্রের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নৈকট্য ও সান্নিধ্যের মাঝে যে শান্তি ও স্বাদ লাভ করেছেন, তার সাথে তুলনা করতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিনা ফিক্রে যিক্র স্বাদহীন। যেমন কেউ কোনো সুমিষ্ট ফল খেয়ে ফলের অতুলনীয় স্বাদ পেয়ে মন্তব্য করে বসে যে, এছাড়া অন্যর কোনো ফল সুস্বাদু বলে চিন্তা করাই বৃথা। মূলত প্রকৃত যাকিরীন আল্লাহ তা‘আলার যিক্রের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক নিয়ামতও স্বাদ পেয়ে থাকেন তাতে এরূপ মন্তব্য করা অমূলক নয়। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي».

‘যে ব্যক্তি আমার যিক্র করে আমি তার সাথী হয়ে যাই।’

এ রিওয়ায়েতে একথাই প্রমাণ করেছে যে, মনোযোগ সহকারে ধ্যানের সহিত যিক্রকারীদের আল্লাহ তা‘আলার দর্শন ও মিলন লাভ হয়ে

থাকে। এ সৌভাগ্য যাদের নসীব হয়েছে, তাঁদের কাছে অন্য সবকিছু অতি তুচ্ছ। যেমন- হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁকে যখন সৎ ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন অন্ধকার কূপে মরণাপন্ন বিপদকালে আল্লাহ তা‘আলা আপন নৈকট্য ও দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইউসুফ! তুমি কেমন আছ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, হে প্রভু তোমার দর্শন ও মিলনের তুলনায় আমার কাছে মিশরের সিংহাসনও অত্যন্ত তুচ্ছ। এরই প্রসঙ্গে আল্লামা খাকানী বলেছেন,

پس از سی سال باین معنی محقق شد به خاقانی

که یک دم با خدا بودن به از تخت سلیمانی

‘দীর্ঘ ত্রিশটি বছর চিন্তা গবেষণার পর খাকানীর কাছে প্রমাণিত হল যে, এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর নৈকট্য ও মিলন লাভ হওয়া হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনে আসীন হওয়ার চেয়েও উত্তম।’

সাইয়িদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এ সম্পর্কে ফরমিয়েছেন, ‘হে আমার প্রেমাস্পদ প্রভু! যদি আপনার দীদার ও দর্শন ব্যতিরেকে আমাকে স্বল্প সময়ের জন্যেও বেহেশতে রাখা হয় তাহলে আমি বেহেশতের সবকিছু ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব।’ তিনি আরও বলেছেন,

نیم جدا شدن از دولت جاودان ☆ نمی بود یک دم بے یاد خدا هرگز

‘অফুরন্ত দৌলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে শায়খ মহযুদ্দীন (আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন,) আল্লাহর যিক্র ছাড়া এক মুহূর্তও সময় কাটাইনি।’

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলার দর্শন ও মিলনের পরম সৌভাগ্য লাভের জন্য পূত-পবিত্র অন্তর এবং ফিক্রযুক্ত যিক্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।। কেননা এ ধরনের যিক্রের দ্বারাই প্রেমময় আল্লাহ তা‘আলার মিলন লাভ হয়। কোনো এক বুয়ুর্গ কত সুন্দরই না বলেছেন,

هَذَا ذِكْرٌ حَبِيبٍ لَمْ يَمُوتْ وَصَلٌ حَبِيبٍ سَـ

‘মনোযোগ সহকারে মাহবুবে হাকীকীর যিক্র করা তার দর্শন ও মিলনের চেয়ে কম নয়।’

যিক্রের দ্বারা মাহবুবে হাকীকির দর্শন ও মিলনের পরম সৌভাগ্য অর্জিত হয় বলেই তাতে কলব পরম সান্ত্বনা লাভ করে। কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

‘সাবধান! একমাত্র আল্লাহ তা’আলার যিক্রের দ্বারাই কলবের শান্তি লাভ হয়।’^১

এ ঈমানী ও রুহানী শান্তি লাভ করার জন্য কলবকে পরিষ্কার করতে হবে। এজন্য যিক্র আযকারের তা’লীম গ্রহণ করা, অন্তরকে কু-ধারণা ও কু-ভাবনা থেকে পবিত্র করা এবং যিক্রের সাথে যিক্র করার মনোভাব তৈরি করার জন্য পীর-মুরশিদের সহচর্য লাভ করে আনুগত্য স্বীকার করতে হয়, যিক্র-আযকারের নিয়মাবলি পালন করতে হয়। এ পথে সময় দিতে হয়, কষ্ট করতে হয় এবং ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়। বিশেষ করে নিঃস্বার্থভাবে অটল ভক্তি সহকারে একমাত্র আল্লাহ তা’আলার ওয়াস্তে পীর-মুরশিদের হুকুম অনুযায়ী সাধনা করতে হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহপাক বলেছেন,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۝

‘যারা আমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের আশা নিয়ে সব সময় আমার দিকে রুজু থাকে, তোমরা তাদের পথ অনুসরণ করো।’^২

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ۝

‘যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।’^৩

এ আয়াতে যাদেরকে আল্লাহ তা’আলার যিক্রের নিয়ামত হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের আনুগত্য না করার জন্য আল্লাহপাক হুকুম দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنبِتُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَلِكُمْ،

وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقٍ

^১ আল-কুরআন, সূরা আর-রা’দ, ১৩:২৮

^২ আল-কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১:১৫

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৮

الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى». قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল কোনটি তার সংবাদ দেব না যা তোমাদের প্রভুর দরবারে সবচেয়ে পবিত্র এবং যা তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মরতবার অধিকারী করবে? আর যা স্বর্গ ও রৌপ্য দান করার চেয়ে তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে নিজেরা তাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা বা নিজেদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার চেয়েও উত্তম? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলুন, ইরশাদ করলেন, ‘(সেই আমল হলো) আল্লাহ তা’আলার যিক্র।’ অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) বললেন, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা’আলার যিক্রের চেয়ে উত্তম জিনিস নেই।’

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَلَقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجَلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تِهْمَةً لَّكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ».

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) একদিন সাহাবায়ে কেরামের একটি হালকায় (মজলিসে) উপস্থিত হন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা কী জন্য বসে আছ? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমরা সবাই আল্লাহ তা’আলার যিক্র ও প্রশংসা করছি। অতঃপর নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আমার কাছে জিবরাঈল (আ.) এসে খবর দিয়ে গেল যে,

^১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ৩৩৭৭

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন।^১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) একদিন মক্কা শরীফের একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন জুমাদান নামক একটি পাহাড় অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, ‘তোমরা এই জুমাদান পাহাড়ে ভ্রমণ কর। মুফাররিদুন তো সবাইকে ছাড়িয়ে গেল।’ সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুফাররিদুন কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, ‘যেসব নর-নারী বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করেন।’^২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ»، قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الْمُسْتَهْزَؤُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَنْفَالَهُمْ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُفَافًا».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মুফাররিদুন তো সবাইকে ছাড়িয়ে গেল।’ সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুফাররিদুন কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, ‘যারা মুশতাহতির: আল্লাহ তা'আলার যিকরের প্রতি যারা অতিশয় লোভী। যিকর তাদের গোনাহের বোঝা নামিয়ে ফেলবে। এরপর

কিয়ামতের দিন তারা খুব হালকা হয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে।’^৩

وَالْمُسْتَهْزَؤُونَ: هُمُ الْمُؤَلُّعُونَ بِالذِّكْرِ الْمُدَاوُمُونَ عَلَيْهِ لَا يُبَالُونَ مَا قِيلَ فِيهِمْ وَلَا مَا فُعِلَ بِهِمْ.

‘মুশতাহতির অর্থ: আল্লাহর যিকরের প্রতি অতিশয় লোভী, যারা অবিরামভাবে যিকর করে এবং তাদেরকে কে কি বলেছে বা তাদের সাথে কে কিরূপ ব্যবহার করেছে তার পরওয়া করে না।’^২

যিকরের দ্বারা যাহিরী ও বাতিনী সুফলসমূহ

প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) নামক কিতাবে বলেছেন যে, যিকরের মধ্যে একশতেরও অধিক ফায়দা বা উপকার আছে। যেমন—

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

১. ‘যিকর শয়তানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত এবং বিতাড়িত করে।’

الثانية: أنه يرضي الرحمن ﷻ.

২. ‘যিকরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর রাজি ও সন্তুষ্ট হন।’

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

৩. ‘যিকর কলব থেকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করবে।’

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.

৪. ‘যিকর কলবে আনন্দ, খুশি ও প্রশস্ততা আনয়ন করবে।’

الخامسة: أنه يقوى القلب والبدن.

৫. ‘যিকর চেহারা ও কলবকে আলোকিত করে।’

^১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭৫, হাদীস: ৪০ (২৭০১); (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬০, হাদীস: ৩৩৭৯; (গ) আন-নাওয়াযী, আল-আযকার, পৃ. ৯, হাদীস: ৫

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬২, হাদীস: ৪ (২৬৭৬)

^৩ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৭৭, হাদীস: ৩৫৯৬

^৪ আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ২, পৃ. ২৫৬-২৫৭, হাদীস: ২৩০৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب.

৬. ‘যিকর কলবে ও দেহে শক্তি যোগায়।’

السابعة: أنه يجلب الرزق.

৭. ‘যিকর দ্বারা রিয্ক বৃদ্ধি পায়।’

الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة.

৮. ‘যিকরের ফলে যিকরকারীর ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বাড়ে এবং আধ্যাত্মিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ হয়।’

التاسعة: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحي

الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سبباً

وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله ﷻ،

فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر

باب المحبة وشارعها الأعظم وصراتها الأقوم.

৯. যিকরের নবম উপকার হচ্ছে, যিকর যিকরকারীকে মহব্বত ও ভালোবাসার ভাগী করে। আর এই মহব্বতই হচ্ছে ইসলামের প্রাণ, দীনের দিকদর্শন এবং সৌভাগ্য ও মুক্তি লাভের উপায়। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য এক-একটি উপকরণ নির্ধারণ করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলার মহব্বত লাভের উপকরণ হিসেবে সদা-সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার যিকরে রত থাকাকেই নির্ধারণ করেছেন। কাজেই কেউ যদি আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তাহলে তার কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার যিকরের শরণাপন্ন হওয়া। বস্তুত যিকর হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসার দরজা এবং এর সবচেয়ে বড় কর্মপন্থা ও সঠিক পথ।’

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان، فيعبد

الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان،

كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت.

১০. ‘যিকরের দ্বারা মুরাকাবার মহান যোগ্যতা অর্জিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত ইহসানের মর্তবায় পৌঁছে দেয়। তখন বান্দা আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত করে, যেন সে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাচ্ছে। যিকর থেকে গাফিল কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইহসানের মাকাম লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেমনটি পথে বসে থাকা লোকের পক্ষে ঘরে পৌঁছা সম্ভবপর নয়।’

الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله ﷻ، فمتى

أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل

أحواله، فيبقى الله ﷻ مفزعه وملجأه، وملاذه ومعاده، وقبله

قلبه ومهربه عند التوازل والبلايا.

১১. ‘যিকরের দ্বারা যিকরকারীর রুজু ইলাল্লাহ হাসেন হয়। যে ব্যক্তি যিকরের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দিকে অধিক পরিমাণে রুজু ও নিবেদিত হয়, তার কলব তত বেশি সদা-সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার দিকে নিবিষ্ট থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। তখন ভয়ে সাহস, দুঃখে সান্ত্বনা, নিরাশায় ভরসা, কলবের কেবলা এবং দুর্যোগ ও মুসীবতে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তার সামনে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই বিরাজমান থাকেন।’

الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله ﷻ يكون

قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه.

১২. ‘যিকর আল্লাহ তা‘আলার কুদরত ও নৈকট্যের অধিকারী করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা‘আলার যিকর যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণই নৈকট্য হাসিল হয় আর যে পরিমাণে আল্লাহ তা‘আলার যিকর থেকে গাফিল থাকে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য থেকে সেই পরিমাণই দূরে থাকে।’

الثالثة عشرة: أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة، وكلما

أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.

১৩. ‘যিকরের ত্রয়োদশতম উপকার হলো, এর দ্বারা আল্লাহর মারেফাতের এক বিরাট দরজা খুলে যায়। যিকরের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তা‘আলার মা‘রিফাতও তত বৃদ্ধি পায়।’

الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه ﷻ وإجلاله، لشدة استيلائه

على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب

الهيبة رقيق في قلبه.

১৪. ‘যিকরের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার মহানত্ব ও পরাক্রমশালীতার প্রতি ভয়ের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। কলবের ওপর নিজের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহ তা‘আলার সামনে সর্বক্ষণ হাজির থাকার বদৌলতে এই সৌভাগ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলার যিকর হতে গাফেল লোকদের মধ্যে এই যোগ্যতার সৃষ্টি হয় না। মূলত কলবের ওপর গাফেলতি বা অলসতার পর্দা খুবই হালকা হয়ে থাকে।’

الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له كم قال تعالى:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ১০২] ولو لم يكن في الذكر إلا هذه

وحدها لكفى بها فضلاً وشرافاً، وقال ﷻ فيما يروي عن ربه

ﷻ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ

ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ».

১৫. ‘যিকরের পঞ্চদশতম ফায়দা হচ্ছে, যিকরের দ্বারা (যিকরকারীকে) আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং স্মরণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। যেমন- আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

‘তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।’

যদি যিকরের দ্বারা অন্য কোনো ফায়দা লাভের কথা বলা নাও হতো, তবুও যিকরের ফযীলত ও মর্যাদা বোঝানোর জন্য উল্লিখিত আয়াতটিই যথেষ্ট ছিল। যেমন- নবী করীম (সা.) হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তা‘আলার বরাত দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ

ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ».

‘যে ব্যক্তি নিজে নিজে আমার যিকর ও স্মরণ করবে আমি আল্লাহ নিজে তাকে স্মরণ করব। আর যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে আমার যিকর করবে, আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার কথা স্মরণ করবো।’

السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب، وسمعت شيخ الاسلام

ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء

للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟

১৬. ‘যিকরের ষষ্ঠদশতম ফায়দা হচ্ছে, যিকরের দ্বারা কলবের জীবন লাভ হয়। আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘কলবের জন্য যিকর হলো মাছের জন্য পানির ন্যায়। কাজেই পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মাছের অবস্থা কী হবে?’

التاسعة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صده كما تقدم في

الحديث، وكل صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه

الذكر والتوبة والاستغفار.

১৭. ‘যিকরের সপ্তদশতম ফায়দা হচ্ছে, যিকর কলবকে মরিচা হতে পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বল্য দান করে। প্রত্যেক জিনিসেরই

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১২১, হাদীস: ৭৪০৫, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬১, হাদীস: ২ (২৬৭৫) ও পৃ. ২০৬৭, হাদীস: ২১ (২৬৭৫); হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

জং থাকে। কলবের জং হলো গাফলতি ও কামনা-বাসনা। পক্ষান্তরে কলবের পরিচ্ছন্নতা হলো যিকর, তওবা ও ইস্তিগফার। এগুলোর সাহায্যেই কলবের জং ও মরিচা দূর হয়।^১

الثامنة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهب السيئات.

১৮. ‘যিকরের অষ্টদশতম ফায়দা হচ্ছে, যিকর গোনাহসমূহ বিদূরিত ও বিনাশ করে। কেননা যিকর হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট নেক আমল। আর নেক আমলসমূহ তো পাপ ও গোনাহসমূহ দূর করে দেয়।’

التاسعة عشرة: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه ﷻ، فإن الغافل بينه وبين الله ﷻ وحشة لا تزول إلا بالذكر.

১৯. ‘যিকরের ঊনবিংশতম ফায়দা হলো, যিকর বান্দা ও আল্লাহ তা’আলার মধ্যকার ওয়াহশাত বা ভীতির সম্পর্কের অবসান ঘটায়। গাফিল ব্যক্তি ও আল্লাহ তা’আলার মধ্যে এমন এক ভীতি সম্পর্ক বিদ্যমান, যা যিকর ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা দূর হয় না।’

العشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء، عرفه في الشدة، وقد جاء أثر معناه: أن العبد المطيع للذاكر لله تعالى، إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف، من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله ﷻ إذا دعاه وسأله، قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر، من عبد منكر.

^১ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ৬৩, হাদীস: ৫২০; হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءً، وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ﷻ».

২০. ‘যিকরের বিশতম ফায়দা হচ্ছে, বান্দা যখন সুখে ও সুদিনে আল্লাহ তা’আলার যিকর দ্বারা আল্লাহ তা’আলার সাথে পরিচয় করে নেয়, তখন দুঃখের সময় ও দুর্দিনে আল্লাহপাক তাকে চেনেন। এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যার অর্থ হলো: আল্লাহ তা’আলার অনুগত যিকরকারী বান্দার যখন দুঃখ ও মুসীবত উপস্থিত হয়, অথবা কোনো হাজত পূরা করার জন্য আল্লাহ তা’আলার দরবারে সে দু’আ করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ! পরিচিত বান্দার পরিচিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর আল্লাহ তা’আলা হতে বিমুখ গাফিল ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা’আলাকে ডাকে এবং কোনো কিছু প্রার্থনা করে তখন ফেরেশতারা বলেন, ইয়া আল্লাহ! অব্যাহত বান্দার শ্রুতিকটু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।’

الحادية والعشرون: أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ ﷺ ويروى مرفوعاً: «مَا عَمِلُ آدَمِيٍّ عَمَلًا أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﷻ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى».

২১. ‘যিকরের একবিংশ ফায়দা হচ্ছে, যিকর মানুষকে আল্লাহ তা’আলার আযাব হতে নাজাত দান করে। যেমন- হযরত মু’আয (রাযি.) এক হাদীসে বলেছেন যে,

«مَا عَمِلُ آدَمِيٍّ عَمَلًا أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﷻ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى».

মানুষ এমন কোনো আমল করতে পারে না, যা তাকে আল্লাহ তা’আলার যিকরের চেয়ে উত্তমভাবে আল্লাহ তা’আলার আযাব হতে মুক্তি দিতে পারে।^২

الثانية والعشرون: أنه سبب تنزيل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي ﷺ.

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৫, পৃ. ১৯, হাদীস: ২৮০৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত: «تَعَرَّفَ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يُعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ» (রাযি.)

^৩ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৪৫, হাদীস: ৩৭৯০; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ৩৩৭৭

২২. ‘যিকর হচ্ছে যিকরকারীর ওপর বিশেষ শান্তি নাযিল হওয়া, তাকে রহমতে আচ্ছাদিত করা এবং ফেরেশতাদের বেষ্টন করার কারণ যা হযরত নবী করীম (সা.) এক প্রসিদ্ধ হাদীসে ইরশাদ করেছেন।’^১

الثالثة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

২৩. ‘যিকরের তেইশতম ফায়দা হচ্ছে, যিকর মুখকে দোষচর্চা দুতিয়ালি হতে বিরত রাখে। মিথ্যা, অশ্লীল কথা-বার্তা ও আজোবাজে আলোচনা হতে যবানকে সংযত রাখে। মানুষকে তো অবশ্যই কথা-বার্তা বলতে হয়। কাজেই যদি আল্লাহ তা’আলার যিকর ও তার আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত আলোচনা না করে, তখন এসব অন্যায় কথা-বার্তায় লিপ্ত হতে হয়। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ আল্লাহ তা’আলার যিকরে রত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয়টি নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের যবানকে অন্যায় ও বাজে কথাবার্তা হতে সংযত করেছে আর যে ব্যক্তির যবান আল্লাহর যিকর

হতে বিরত থাকে, তা যতসব মন্দ, অন্যায় ও বাতিল কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে। সৎকাজ সম্পাদনের শক্তি বা মন্দ-কাজ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হয় না।’

الرابعة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبها إليه وأولاهما به، فهو مع اهله في الدنيا والآخرة.

২৪. ‘যিকরের চব্বিশতম ফায়দা: যিকরের মজলিস হলো ফেরেশতাদের মজলিস আর বাজে ও অন্যায় আলোচনার মজলিস হলো শয়তানের মজলিস। কাজেই বান্দার উচিত এই দুই মজলিসের মধ্যে উৎকৃষ্টতমটি বাছাই করে নেয়া। কেননা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাকে তার সাথীদের সাথেই থাকতে হবে। (অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা তার সাথী হবে আখেরাতেও তারা তার সাথী থাকবে।)’

الخامسة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أين ما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه.

২৫. ‘যিকরের দ্বারা যিকরকারী নিজে সৌভাগ্যবান হয় আর নিজের সাথীকেও সৌভাগ্যশালী করে। বস্তুত সবখানে-সর্বাবস্থায় যিকর বরকতময়। আর গাফিল ও আজোবাজে কথা এবং কাজে ব্যস্ত ব্যক্তি যেমন গোনাহগার, তেমনি আপন সাথীদেরকেও গোনাহগার বানায়।’

السادسة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وطرة يوم القيامة.

২৬. ‘যিকর বান্দাকে কিয়ামতের দিন অনুতাপ-অনুশোচনা হতে রক্ষা করবে। মূলত বান্দা যে মজলিসে আল্লাহ তা’আলার

^১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস: ৩৯ (২৭০০); (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬০, হাদীস: ৩৩৭৮; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

যিক্র করেনি সে মজলিস কিয়ামতের দিন তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।’

السابعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإزالة الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن ﷻ.

২৭. ‘সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের নিচে ছায়াদান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্যকোন ছায়া থাকবে না। এ সাত প্রকার লোকের এক প্রকার হলো সেই লোক যে একাকী বসে আল্লাহর যিক্র করছে এবং যিক্র করতে করতে তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে।’^১

الثامنة والعشرون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ ﷺ: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ».

২৮. ‘যিক্রের রত থাকার বিনিময়ে আল্লাহ তা’আলা যিক্রকারীকে প্রার্থনাকারীদের যা দেওয়া হয়, তার চেয়ে উত্তম নিয়ামত প্রদান করেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭১৫, হাদীস: ৯১ (১০৩১); হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«سَبَّحَ يَظْلُهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْمَعْدُودُ، وَشَابَّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بَيْتُهُ مَا تُنْفِقُ شِئْئُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ».

«قَالَ ﷺ: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ».

‘আল্লাহ সুবহানুহু তা’আলা বলেন, যে ব্যক্তিকে কুরআন মজীদে তিলাওয়াত ও আমার যিক্র আমার কাছে প্রার্থনা করা হতে বিরত রেখেছে তাকে আমি প্রার্থনাকারীদের যা দেওয়া হয় তার চেয়ে উত্তমভাবে প্রদান করি।’^২

التاسعة والعشرون: أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليله بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك.

২৯. ‘যিক্র সবচেয়ে সহজ ইবাদত। তবে একই সাথে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম ইবাদতও বটে। কেননা মুখের জিহ্বা নড়া-চড়া করাটা শরীরের অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার চেয়ে সহজ ও হালকা। যদি দিনে রাতে জিহ্বা যে পরিমাণ নড়াচড়া করে সে পরিমাণ মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতো তাহলে নিদারুণ কষ্ট হতো এবং তা সম্ভব হতো না।’

الثلاثون: أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في «جامعه»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِنِ إِبرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرَى أُمَّتِكَ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ

^২ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান = আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ২১১২, হাদীস: ৩৩৯৯; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৯২৬; (গ) আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৮৬০; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

أَكْبَرُ». قَالَ التَّرمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ».

৩০. ‘যিক্র হলো বেহেশতের غِرَاس (চারাগাছ)। যেমন- ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর বরাতে রিওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন,

«لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرَى أُمَّتِكَ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ، عَذْبَةُ اللَّاءِ، وَأَنْهَا قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

‘যে রাতে আমাকে মি'রাজ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে আমি যখন হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতকে আমার সালাম জানাবে এবং তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, বেহেশত এমন জায়গা, যার মাটি পাক-পবিত্র, যার পানি সুস্বাদু। আর বেহেশত হলো সমতল ভূমি। আর বেহেশতের গাছ-পালা হলো:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

‘সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।’^১

الحادية والثلاثون: أن دوام ذكر الرب ﷻ يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعهده، فإن نسيان الرب ﷻ يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: ﴿وَلَا

تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ [الحشر: ١٩].

৩১. ‘সব সময় আল্লাহ তা'আলার যিক্রে রত থাকার একটি বিশেষ উপকার হলো: যিক্র দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচা যায়। যে ভুলে যাওয়ার কারণে বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে হতভাগ্য হয়ে পড়ে। মূলত আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়ার ফলে মানুষ নিজেকে এবং নিজের সৌভাগ্য ও কল্যাণকে ভুলে যায়। যেমন- আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

‘তোমরা সেই সব লোকের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর কাছে তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই হলো ফাসিক (আল্লাহ তা'আলার অবাস্থ্য)।’^২

الثانية والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، ففي «الصحيحين»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَّه لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدَّةُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَوُحِّيتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ

^১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫১০, হাদীস: ৩৪৬২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯:১৯

مِنْهُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ
خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৩২. ‘যিকরের আরেকটি উপকার হলো যিকরের বিনিময়ে যে বিপুল পরিমাণ প্রতিদান, সওয়াব ও ফযীলত দান করা হয়; তা যিকর ছাড়া অন্য কোনো ইবাদতের বিনিময়ে দান করা হয় না। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً،
كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ،
وُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ
يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ بِمَا جَاءَ
بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

‘যে ব্যক্তি এ দু’আটি দৈনিক একশতবার পাঠ করবে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ».

‘আল্লাহপাক ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।’

বিনিময়ে তার দশ গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। তার জন্য একশটি সওয়াব লেখা হবে এবং তার একশটি গোনাহ মুছে দেওয়া হবে। সর্বোপরি তার জন্য ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কবল হতে রক্ষা পাওয়ার অবলম্বন হবে। আর যে ব্যক্তি দৈনিক এই দু’আটি একশতবার পড়বে:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

তার সমস্ত (সগীরা) গোনাহ বিনাশ হয়ে যাবে। তা যদি সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয়।^১

الثالثة والثلاثون: أن الذكر يسير العبد هو في فراشه وفي سوقه
وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته.

৩৩. ‘যিকরকারী যিকরের মাধ্যমে এমন রুহানী যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে, যার দ্বারা হাটা, বসা, সুস্থতা, অসুস্থতা, সুখ-দুঃখ, শয়ন-জাগরণ সর্বাবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে রুহানী ভ্রমণ হতে থাকে।’

الرابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأصول، وطريق عامة
الطائفة ومنشور الولاية.

৩৪. ‘যিকর হলো আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যলাভের শ্রেষ্ঠ মূলনীতি। সকল সূফিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথ এবং বিলায়তের পদ মর্যাদা লাভের সর্বস্বীকৃত পন্থা।’

الخامسة والثلاثون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال
التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من
شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان
أعظم لثمرتها.

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৩২৯৩ ও খ. ৮, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৬৪০৩,
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস: ২৮ (২৬৯১)

৩৫. ‘যিকর হলো বৃক্ষের ন্যায়, যে বৃক্ষ থেকে আল্লাহ তা’আলার মা’রিফাত ও বিশেষ অবস্থার ফল পাওয়া যায়, যা লাভ করার জন্য আল্লাহ তা’আলার পথের পথিকরা প্রস্তুতি নেয় ও কষ্ট স্বীকার করে। যিকরের বৃক্ষ ছাড়া উক্ত ফল লাভ করার ভিন্ন কোনো রাস্তা নেই। যিকরের বৃক্ষ যতবড় ও মূল যত শক্ত হবে তার ফলও তত বড় ও উত্তম হবে।’

السادسة والثلاثون: أن الذكر قريب من المذكور، ومذكوره

معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة،

فهي معية بالقرب والولاية والمحبة النصرة والتوفيق، كقوله

تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [النحل: ১২৮]، ﴿ وَاللَّهُ مَعَ

الضَّالِّينَ ﴾ [البقرة: ২৫৭]، ﴿ وَاللَّهُ مَعَ

الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ৬৭]، ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

[التوبة: ৪০]، وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في الحديث

الإلهي: «أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ».

৩৬. ‘যিকরকারী স্বয়ং আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। আর এ সান্নিধ্য কোনো বিশেষ ধরনের জ্ঞানগত বা সাধারণের ধারণা অনুযায়ী সান্নিধ্য নয়। এ সান্নিধ্য আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত ও মুহাব্বতের। যেমন- কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াতে এই সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।’

যাকিরীনের জন্য এই সান্নিধ্য এক বিরাট নিয়ামত।
যেমন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

«أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ».

‘বান্দা যতক্ষণ আমার যিকরে মশগুল থাকে এবং তার দুই ওষ্ঠ আমার যিকরের দ্বারা নড়াচড়া করে ততক্ষণ আমি তার সাথী হয়ে যাই (অর্থাৎ আমার সান্নিধ্য দান করি)।’^১

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) আরও বলেন,

والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من

المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة

ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق.

‘যিকরের মাধ্যমে যিকরকারী আল্লাহ তা’আলার যে সান্নিধ্য লাভ হয় তার সাথে অন্য কোনো ধরনের সান্নিধ্যের তুলনা হতে পারে না। ‘মুহসিন’ ও ‘মুতাকীদে’র সান্নিধ্য থেকে যাকিরীনের সান্নিধ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই সান্নিধ্যের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ বা বোঝানো সম্ভবপর নয়। এটি একমাত্র কলবের অনুভূতি দ্বারাই অনুভব করা সম্ভব।’

السابعة والثلاثون: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا

يزال لسانه رطباً، بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره

شعاره، فالتقوى أوجب له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا

هو الثواب والأجر، والذكر يوجب له القرب من الله ﷻ

والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة.

৩৭. ‘মুতাকীদে’র মধ্যে আল্লাহ তা’আলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত লোক হলেন, যাদের যবান আল্লাহ তা’আলার যিকরে রত

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৮: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا (নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার।); আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৯ ও সূরা আল-আনফাল, ৮:৬৬: وَاللَّهُ مَعَ الضَّالِّينَ (আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।); আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯: وَاللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ (নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।); আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।)

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৪৬, হাদীস: ৩৭৯২; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

থাকে। কেননা তারাই আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ পালনে সর্বাধিক অগ্রগামী এবং আল্লাহ তা'আলার যিকরকেই জীবনসঙ্গী করে নিয়েছেন। তাকওয়ার দ্বারা মানুষ দোষখ থেকে মুক্তি এবং বেহেশত লাভের সৌভাগ্য লাভ করে। এটি তাকওয়ার সওয়াব ও বিনিময়। আর যিকরের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। এটাই হলো রূহানী কামালিয়াত ও উন্নতি।

الثامنة والثلاثون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى،
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى.

৩৮. 'যিকরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হলো, মানুষের কলবের মধ্যে এমন রুস্ততা ও কাঠিন্য আছে, তা আল্লাহ তা'আলার যিকর ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দূর হয় না। কাজেই বান্দার উচিত আল্লাহ তা'আলার যিকরের সাহায্যে অন্তরের রুস্ততা ও কাঠিন্যের চিকিৎসা করা।'

التاسعة والثلاثون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة

مرضه، فالقلوب مريضة وشفأؤها دواؤها في ذكر الله تعالى، قال

مكحول: «ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى شِفَاءً، وَذِكْرُ النَّاسِ دَاءٌ».

৩৯. 'যিকরের আরেকটি উপকার হলো, যিকর হচ্ছে কলবের ওষুধ ও নিরাময়তা। কলবের রোগ হচ্ছে অলসতা বা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া। আর এর চিকিৎসা বা ওষুধ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। হযরত মাকহুল (রহ.) বলেছেন,

«ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى شِفَاءً، وَذِكْرُ النَّاسِ دَاءٌ».

‘আল্লাহ তা'আলার যিকর ও স্মরণ হলো শেফা আর মানুষের কথা অধিক স্মরণ ও চর্চা করা হলো (অন্তরের) রোগের আলামত।’^১

الأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله ﷻ ورأسها، والغفلة أصل

معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه ﷻ حتى يحبه

فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديهِ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:

قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: «مَا عَادَى عَبْدٌ رَبَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْرَهُ ذِكْرَهُ أَوْ مَنْ يَذْكُرُهُ».

৪০. 'যিকর হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার মূল সূত্র। আর গাফলত বা আল্লাহকে ভুলে যাওয়া হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে বৈরিতা ও শত্রুতার লক্ষণ। বান্দা যখন সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকর করতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে আল্লাহপাক তাকে ভালোবাসেন এবং ক্রমান্বয়ে তা আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলাকে একেবারে ভুলে যায়, তখন আল্লাহপাক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপছন্দ করেন।

আওয়ামী (রহ.) বলেন,

قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: «مَا عَادَى عَبْدٌ رَبَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْرَهُ ذِكْرَهُ أَوْ مَنْ يَذْكُرُهُ».

‘হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া (রাযি.) বলেছেন, ‘কোনো বান্দার সাথে আল্লাহর এর চেয়ে বড় শত্রুতা নেই যে, সেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিকর করতে অপছন্দ করে অথবা যারা আল্লাহর যিকর করে তাদেরকে অপছন্দ করে। এ অবস্থার আসল কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া। এ অবস্থায় মানুষ ক্রমান্বয়ে আল্লাহর যিকরকে অপছন্দ করে এবং যারা আল্লাহর যিকর করে তাদেরকে অপছন্দ করে। তখন আল্লাহ তাকে শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করেন যেমন যিকরকারীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।’^২

^১ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ১৮৪-১৮৫, হাদীস: ৭০৫

^২ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৭১৫

الحادية والأربعون: إن مدام الذكر يدخل الجنة وهو يضحك،
... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِكْرِ
الله ﷺ يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ».

৪১. ‘যিকরের দ্বারা আরো উপকার হলো, যারা সবসময় যিকর করবে তারা হাসি-মুখে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যেমন-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ
ذِكْرِ الله ﷺ يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ».

হযরত আবুদ দরদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যাদের যবান সর্বদা আল্লাহর যিকরে ভেজা থাকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাসি মুখে বেহেশতে দাখিল হবে।’^১

الثانية والأربعون: إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا
كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدًا
في تلك الطريق، فإذا كان ذكرًا دائمًا كاملاً كان سدًا محكمًا لا
منفذ فيه، وإلا فبحسبه.

৪২. ‘যিকরের আরেকটি বড় ফায়দা হলো, যিকর হচ্ছে বান্দা ও জাহান্নামের মাঝখানে বাঁধ। যদি বান্দার কোনো বদ-আমল দ্বারা জাহান্নামের দিকে রাস্তা তৈরি হয়ে যায় তখন যিকর সেই পথের বাঁধার সৃষ্টি করে। যদি এই যিকর সব সময় করা হতো, তাহলে সেই বাঁধ আরও শক্ত হয়। অন্যথায় তা যিকরের অনুপাতেই হয়ে থাকে।’

الثالثة والأربعون: إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله
تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى، قال ﷺ: ﴿وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ১৪].

৪৩. ‘যিকরের আরও একটি বিরাট ফায়দা হলো, শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম প্রণয়ন করা হয়েছে আল্লাহর যিকর বা স্মরণের জন্যে। সকল হুকুম আহকামের পেছনে উদ্দেশ্য হলো সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও ভয় মনে স্থান দেওয়া। যেমন- আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٢٠﴾

‘আমার যিকর বা স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো।’^২

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) الْوَابِلُ الصَّيْبُ مِنَ الْكَلِمِ (রহ.) নামক কিতাবে যিকরের যে একশটি ফায়দা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে কতক এখানে উল্লেখ করা হলো।^৩ যিকরের, গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম নববী (রহ.)-এর الْوَابِلُ الصَّيْبُ مِنَ الْكَلِمِ, আল্লামা আহমদ ইবনে আতাউল্লাহ আল-সিকান্দারী (রহ.)-এর مِفْتَاحُ الْفَلَاحِ وَمُضْبَحُ الْأَرْوَاحِ فِي ذِكْرِ الْكَرِيمِ الْفَتَّاحِ এবং আল্লামা জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.)-এর دَاعِي الْفَلَاحِ فِي أَذْكَارِ الْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ প্রভৃতি কিতাব অধ্যয়ন করা দরকার।

হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেছেন,

أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا وَأَتْقَاهُمْ قُلُوبًا.

‘আল্লাহ তা’আলার কাছে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তারা, যারা অধিক যিকর করেন এবং অন্তরে আল্লাহ তা’আলাকে অধিক ভয় করেন।’^৪

হযরত যুনুন আল-মিসরী (রহ.) বলেন,

مَا طَابَتْ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِهِ، وَلَا طَابَتْ الْآخِرَةُ إِلَّا بِعَفْوِهِ، وَلَا طَابَتْ
الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَيْهِ.

^১ আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৪

^২ দেখুন: ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া, আল-ওয়াবিলুস সাইব মিনাল কালিমিত তাইয়িব, পৃ. ৩৬-৮২

^৩ ইবনে রজব আল-হামলী, জামিউল উলূম ওয়াল হাকাম ফী শরহি খামসীনা হাদীসান মিন জাওয়ামিইল কালিম, খ. ২, পৃ. ৫১৫

^৪ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৩৩

‘আল্লাহ তা‘আলার যিকর ছাড়া দুনিয়ার জীবন সুখময় নয়। আর আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা ছাড়া আখেরাতের জীবনের সৌন্দর্য হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার দর্শন ব্যতিরেকে বেহেশতের জীবন সুখি ও সুন্দর হতে পারে না।’^১

ইয়া আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাত ও বেহেশতে এই সুখ, সৌন্দর্য ও নিয়ামত দিয়ে সৌভাগ্যশালী কর। আমীন।

যিকরের উপকারিতা

«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

‘যারা সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার যিকরে রত থাকেন এবং যারা যিকর করে না, তাদের উদাহরণ হলো জিন্দা ও মুরদার ন্যায়।’^২

অর্থাৎ যিকরকারীকে জিন্দা বললে, যিকর থেকে বিমুখ ব্যক্তিকে মূর্দা বলতে হবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) আপন উম্মতকে সম্মোদন করে ফরমাইয়েছেন,

«لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي».

‘তোমরা আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি কথা বলবে না। কেননা আল্লাহর যিকর ছাড়া যারা বেশি কথা বলে তাদের কলবব শক্ত হয়ে যায়। নিশ্চয় কেয়ামতের দিন শক্ত কলবওয়ালা লোকেরা আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে থাকবে।’^৩

তাই আমাদের উচিত, সবসময় আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য বাজে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

^১ ইবনে রজব আল-হাম্বলী, জামিউল উলুম ওয়াল হাকাম ফী শরহি খামসীনা হাদীসান মিন জাওয়ামি‘ইল কালিম, খ. ২, পৃ. ৫২১

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস: ৬৪০৭; হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৩ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৬০৭, হাদীস: ২৪১১; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

«كَثْرَةُ الصَّحاحِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ».

‘অধিক হাসি-ঠাট্টা দ্বারা মানুষের কলব মরে যায়।’^৪

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মজীদে ফরমায়েছেন,

ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহর যিকর কর।’^৫

অপর এক আয়াতে ফরমায়েছেন,

فَلْيُصْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۝

‘তোমরা কম হাস ও বেশি কাঁদ।’^৬

কুরআন মজীদে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, বেশি বেশি হাসি-ঠাট্টা ও আজ-বাজে কথাবার্তা বললে মানুষের কলব শক্ত হয় ও মরে যায়। নবী করীম (সা.) হচ্ছেন, উম্মতের যাহিরী-বাতেনী উভয় দিকের ভালো-মন্দ, সুফল-কুফলের হিদায়তদাতা ও সতর্ককারী। তিনিই ইরশাদ করেছেন, ‘যিকরকারীর কলব হলো জীবিত আর যিকরকারীর কলব মৃত।’ তাই বেশি বেশি যিকরের দ্বারা কলবকে জীবিত ও সতেজ রাখাই উম্মতের কর্তব্য। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে নির্দেশ হলো, ‘তোমরা বেশিভাবে যিকর এবং বেশিভাবে ফ্রন্দন কর। হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাক।’

কলব পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার উপায়

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«لِكُلِّ شَيْءٍ مَّصْفَلَةٌ، وَمَصْفَلَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ».

‘প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ বিশেষ হাতিয়ার রয়েছে। মানুষের কলব পরিষ্কার করার হাতিয়ার হলো আল্লাহর যিকর।’^৭

^৪ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৫৫১, হাদীস: ২৩০৫; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৫ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪১

^৬ আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৮২

এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দার্শনিক কবি আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত মসনবী শরীফে ফরমায়েছেন,

زنگ دل از صیقل لایپاک کن ☆ بعد ازاں نور را ادراک کن

(তরীকতপন্থীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, পীর-মুরশিদের বাতলানো নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকরের হাতুড়ি দ্বারা দিলের মরিচা ও জং পরিষ্কার কর। এরপর সেই কলবে আল্লাহর নূরের তাজাল্লির বিকাশ অনুভব কর। এ মর্মে সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.) ফরমায়েছেন,

پرده هستی بسوزی گر بنار لا اله ☆ آں زمان بے پرده بینی نور الا الله

‘তুমি যদি লা ইলাহা যিকরের আগুন দ্বারা অস্তিত্বের আমিত্বের পর্দা জ্বালিয়ে দিতে পার, তাহলে কোনো পর্দা ছাড়াই ইল্লাল্লাহর নূরের জলওয়া দেখতে পাবে।’

একথার অর্থ হচ্ছে, যাঁরা যিকর করতে করতে আল্লাহ তা‘আলার ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজ কলবে আল্লাহর মুহব্বতের আগুন জ্বালিয়ে দুনিয়ার সবকিছুকে ভুলে যেতে পারেন, এমন কি নিজের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে পারেন তাঁরা অবশ্যই কলবের মধ্যে আল্লাহর তাজাল্লি ও দীদার লাভ করতে পারেন।

প্রকৃত মুমিনের কলব আরশের সমতুল্য ও আয়নাস্বরূপ

একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা‘আলার যিকর করলে মানুষের কলব পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই কলব আল্লাহ তা‘আলার দীদার লাভের উপযুক্ত হয়। এছাড়াও যিকরের দ্বারা কলবে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাতে কলবের ময়লা ও আবর্জনা দূর হয়ে যায় এবং সেখানে আল্লাহ

^১ (ক) ইবনে ওজায়বা, আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মজীদ, খ. ২, পৃ. ৫৬৪; (খ) আল-বায়হাকী, আদ-দাওয়াতুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৯; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَاتًا، وَإِنَّ صِفَاتَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ﷻ»

তা‘আলার মুহব্বত ও ভালোবাসা স্থান পায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেছেন,

«الْقَلْبُ مِرْأَةُ الرَّبِّ».

‘কলব আল্লাহ তা‘আলার দীদারের আয়না স্বরূপ।’

এ কারণে বুয়ুর্গানে দীন আল্লাহ তা‘আলার যিকর করাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নিজ মুরীদদেরকেও এ লক্ষ্যেই যিকর করার তা‘লীম ও তাগাদা দিয়ে থাকেন। তারা যাকিরীনদের ওপর মেলামেশা ও সম্পর্ক রাখার ওপরও অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। কেননা দুনিয়াদারীর ঝামেলায় জড়িয়ে থাকা, বাজে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও গোনাহের কাজের দ্বারা কলব ময়লাযুক্ত ও শক্ত হয়ে যায়। তাই রোগাক্রান্ত কলবের চিকিৎসার জন্য পীর সাহেবগণ মুরীদদেরকে যিকরের আদেশ দিয়ে থাকেন। মানুষের ময়লাযুক্ত দেহকে যেমন সাবান পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি ময়লাযুক্ত ও কলুষিত আত্মাকে যিকর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। মানুষের উচিত আল্লাহর ভয় ও চোখের পানি মিশিয়ে যিকর দ্বারা কলবকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা। কারণ ময়লাযুক্ত কলব আল্লাহর দীদার লাভের উপযুক্ত নয়। অথচ হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুসারে মুমিনের কলব হলো, আল্লাহর আসন।

«قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ».

‘মুমিনের কলব আল্লাহর আসন।’^২

তাই মুমিনের উচিত নিজ কলবকে সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা। শেখ সাদী (রহ.) নিজ অন্তকরণকে সম্বোধন করে বলেছেন,

حسنة خالي كن دلائل منزله حباناً شود.

‘তোমার দিলের গৃহ হতে সবকিছু বের করে দিয়ে খালি করে রাখ, যাতে তা মাগুকে হাকীকী স্বয়ং রব্বুল ইজ্জতের আসনে পরিণত হয়।’

^২ (ক) আস-সাগানী, আল-মওয়াযাত, পৃ. ৫০, হাদীস: ৭০; (খ) আল-আজলুনী, কাশফুল খিফা ওয়া মুখীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, খ. ২, পৃ. ১০০, হাদীস: ১৮৮৬; এটি মূলত কোনো হাদীস নয়।

এ বিষয়ে আল্লাহর আরেকজন অলী বলেছেন, মুমিন মুসলমানের উপদেশার্থে সেই বুয়ুর্গ নিজের কলব সম্পর্কে বলেছেন,

از دل برون کشم غم دنیا و آخرت ☆ یا خانه جان رخت پاید یا برے دوست

‘আমি আমার অন্তর হতে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় চিন্তা বের করে ফেলছি। কারণ মানুষের দিল হলো অন্দের মহল বা রিজার্ভ কামরা। এ কামরা হয় মালামাল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে অথবা তা মাশুকের হাকীকীর আসন হবে।’^১

ঈমান ও কলবের চিকিৎসা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে ইরশাদ করলেন, ‘তোমরা তোমাদের ঈমান নবায়ন কর, ঈমানকে নতুন করে নাও, ঈমানের নবায়ন কর। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে ঈমানের নবায়ন করতে পারি? ইরশাদ করলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিক্‌র বেশি কর।’^২

এ হাদীসের মর্ম অনুসারেই বুয়ুর্গানে দীন নিজেরা যেমন যিক্‌র করেন, তেমনি নিজ অনুসারীদেরকেও যিক্‌রের তালীম দিয়ে থাকেন। উল্লিখিত হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াবী আবর্জনায় ঈমান ও কলব আবর্জনাযুক্ত হয়ে পড়ে বলে ঈমানের নবায়ন করার জরুরত রয়েছে। আর এর প্রক্রিয়া হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা নফী এছবাতের যিক্‌র করা। মুমিনের কলবই হলো ঈমানের কেন্দ্রস্থল। কাজেই ঈমানকে নতুন ও মজবুত করতে হলে যিক্‌রের দ্বারা কলবকে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ কলবকে পরিষ্কার তথা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলার যিক্‌র দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। কথায় বলে,

‘খালি ঘরে শয়তানের আড্ডা’। অর্থাৎ যে কলবে আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও যিক্‌র নেই সেখানে শয়তানের আখড়া তৈরি করে। কোনো আল্লাহর অলী বলেছেন,

پاسبان دل شواند رکل حال ☆ تانسیاید دزد را حبابے مقام
هر خیال غیر حق را دزد داں ☆ این خیال هر سالکاں را فرض داں

আল্লাহর সন্ধানকারী লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমাদের উচিত সর্বদা পাহারাদারী করা, যেন সেখানে চোর ডুকতে না পারে। অর্থাৎ সবসময় যিক্‌রে মশগুল থাকলে শয়তান কলবের মধ্যে আসন পেতে বসতে পারে না।

আল্লাহ তা‘আলার ধ্যান ছাড়া অন্য সবকিছুকে চোর মনে কর। আল্লাহর সন্ধানকারীদের জন্য এই ধারণা রাখা ফরয তুল্য।

যিক্‌রের বৈশিষ্ট্য

প্রবাদ আছে,

«مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ».

‘যে ব্যক্তি যাকে বেশি ভালোবাসে সে ব্যক্তি তার আলোচনাই বেশি করে।’^৩

এ উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে মুসলমানদের কাছে কিসের আলোচনা বেশি হওয়া উচিত। মুমিনের জন্য নিজ খালিক-মালিকের চেয়ে আর অধিক প্রিয় কে হতে পারে? কাজেই যারা সেই দয়াময় প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তাদের যবান-সর্বদা খালিক-মালিকের আলোচনা ও যিক্‌র রত থাকাই তো স্বাভাবিক। এমন কি যিক্‌র তাদের স্বভাবে পরিণত হওয়া উচিত। বান্দা যখন আল্লাহর এশক মুহব্বতে মশগুল হয়ে তার যিক্‌র করে আল্লাহপাক তার ডাকে সাড়া দেন।

^১ শায়খ সা‘দী, বুঠা

^২ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৫৭

^৩ (ক) আদ-দায়লামী, আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিলা খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস; সূত্র: (খ) আস-সাখাওয়া, আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কসীরিম মিনাল আহাদীসিল মশহুরা আলাল আলসিনা, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১০৫০; (গ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাকসীরুল মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ১৪২; হযরত আযিশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

আরিফে হক্কানী আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) মসনবী শরীফে বলেছেন, ‘বান্দা যখন আল্লাহর মহব্বতের আশুনে জ্বলে চক্ষের পানি ফেলে যিকর করে (আল্লাহ আল্লাহ শব্দ দ্বারা ডাকতে থাকে) তখনই প্রভু দয়াময় তার উত্তরে সাড়া দিয়ে বলেন,

«لَيْكَ عَبْدِي».

‘হে আমার বন্দা আমি তোমার নিকট উপস্থিত।’

তুমি কেন আমাকে কেঁদে কেঁদে কাকুতি মিনতি সহকারে ডাকছ? অথচ তোমার কোনো ব্যাথা-বেদনা, বিপদ-আপদ, জটিল সমস্যা কিছুই নেই। তুমি যেহেতু আমার এশকে মগ্ন হয়ে ডাকছ সেহেতু আমি তোমার সম্মুখে হাযির হয়েছি, তোমাকে আমার দীদারের সৌভাগ্য দিয়ে আমার আশেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। পবিত্র হাদীসে কুদসীতে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

«أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي».

‘যে ব্যক্তি আমার যিকরে মশগুল হয় আমি তার সাথী হয়ে যাই।’

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যে সমস্ত বান্দা আল্লাহর পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর যিকর ও চিন্তা ছাড়া বাজে কাজ-কর্মে সময় ব্যয় করে, তারা আল্লাহর যাকিরীন বান্দাদের পরম সৌভাগ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় এ মর্মে গায়িবী আওয়াজ হয়ে থাকে,

چشم من بر روی تو چشم تو جائے دگر

من تماشا تو بنم تو تماشا دگر

‘হে আমার (আল্লাহর) প্রার্থী। আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি অথচ তোমার দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ। আমি তোমার অবস্থা দেখছি। অথচ তুমি অন্যের অবস্থা দেখায় ব্যস্ত।’

প্রেমময় আল্লাহর গায়রত

নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীসে প্রেমময় আল্লাহর গায়রত সম্পর্কে জানা যায়,

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَغَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي».

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, ‘অন্যদের তুলনায় আমি অধিক গায়রতওয়ালা আত্মমর্যাদাশালী। আর আল্লাহপাক আমার চেয়ে অনেক বেশি গায়রত সম্পন্ন।’^১

তাই আল্লাহর প্রার্থী সেজে আল্লাহর মহব্বতের দাবি নিয়ে আল্লাহর সন্ধানে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দিলে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বরদাশত করেন না। গবেষক ও চিন্তাবিদ গবেষণা করে মানুষের উপকারার্থে বলেছেন যে, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট আপন ছেলে ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি মহব্বত একটুখানি বেশি দেখে আল্লাহপাক বরদাশত করেননি। নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ তা‘আলা হিকমত ও কৌশলের মাধ্যমে পিতা থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে অনেকদিন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাঁদিয়েছিলেন। পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেই ছেলেকে ফিরে পেয়েছিলেন। তদরূপ হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর ফরমান ও নির্দেশ ভুলে যাওয়ার কারণে অনেক দিন যাবৎ সমুদ্রে নিষ্কিণ্ড হয়ে মাছের পেটের জেলখানায় অতিবাহিত করেন। পরে আল্লাহর যিকর করার দরুণ তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়। সেই যিকরই দু‘আয়ে ইউনুস নামে প্রসিদ্ধ। কোনো কোনো অলী আল্লাহর জীবনেও এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ইরানের ইস্পাহান শহরের একজন বুয়ুর্গ অনেক মুরীদানসহ হজ্জে রওনা হন। পথিমধ্যে এক অমুসলিম রূপসী মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। সে মেয়ের প্রতি আশেক হয়ে তিনি তার পানিপ্রার্থী হন। যোগাযোগের পর মেয়েটি শর্ত আরোপ করল, আপনি যদি আমার সত্যিকারের আশেক হয়ে

^১ আল-বায়হাকী, গুআবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৬৭০ ও পৃ. ১৮২, হাদীস: ৬৯৭

^২ আত-তাবারানী, আল-মুজামিল আওসাত, খ. ৮, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৮৪৪১

থাকেন তাহলে আমি মদের ব্যবসা করি আপনাকেও সেই ব্যবসা করতে হবে। আমি শুকর লালন-পালন করি আপনাকেও তাই করতে হবে। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে আমিও আপনার প্রস্তাবে রাযি। এটি প্রকাশ আছে যে, মহিলা বিয়ের সময় শর্ত দিয়েছেন যে, ওই বুয়ুর্গকে শুকরের গোশত খেতে হবে এবং মদ পান করতে হবে। তিনি সব মঞ্জুর করে রাজী হয়ে গেলেন। পীর সাহেবের এ অবস্থা দেখে তাঁর অনেক মুরীদান তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা হারিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দু'জন খাঁটি মুরীদ ও অটল বিশ্বাসী পীর-মুরশিদের এ অবস্থার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি শুরু করেন। কথিত আছে, এ দু'জন মুরীদের একজন তার কাছে থেকে যায় এবং অপরজন হযরত বড়পীর ছাহেবের নিকট হাজির হয়ে নিজের পীর-মুরশিদের জন্য দু'আ করলেন। তার দু'আর বদৌলতে আল্লাহপাক ওই বুয়ুর্গের মনে চেতনার সৃষ্টি করেন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে তিনি চিৎকার করে উঠেন, হায়! আমি কি করছি। কোন ধ্বংসের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি তওবা করেন এবং তাকে তাঁর বিলায়তের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় প্রিয় পাঠকদের জন্য দুটি উপদেশ রয়েছে। যথা—

১. প্রথমটি হলো আল্লাহর প্রেমিকদের দিলে আল্লাহর মহব্বত ছাড়া অন্যের মহব্বত স্থান দেওয়াটা আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। তাই সাজা স্বরূপ ওই বুয়ুর্গকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।
২. দ্বিতীয়টি হলো, তরীকতের পীর সাহেবানের কাছে অনেক বেশি মুরীদ থাকলেও অনেকে ভেজাল, স্বার্থান্বেষী ও মতলববাজ মুরীদ शामिल থাকে। এরা সুসময়ে পীরের সাথে থাকে, দুঃসময়ে আপদে-বিপদে থাকে না। কিন্তু যারা নির্ভেজাল ও খাঁটি মুরীদ তারা আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে সবসময় অটল ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে আনুগত্যে দৃঢ়চিত্ত থাকে।

একই বিষয়ে মসনবী শরীফে হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি একটি সুন্দরী মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে বারবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং মেয়েটির জন্য ব্যাকুল এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ একদিন দেখে যে,

মেয়েটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তখন ওই লোক মেয়েটির পেছনে পড়ে। তার হাল দেখে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কোথায় যাও? কাকে চাও? উত্তরে লোকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমি তোমার প্রেমিক, তোমার জন্য দেওয়ানা, শুধু তোমাকে চাই। জীবনে আর কিছুই চাই না। তখন মেয়েটি বলল, দেখ! পেছনে আমার চেয়ে অনেক রূপসী আমার বোন আসছে। একথা শোনামাত্রই সেই প্রেমিক পেছন দিকে ফিরে দেখে। তৎক্ষণাৎ ওই মহিলাটি হাতে এক মুষ্টি পাথর নিয়ে লোকটির মুখে নিক্ষেপ করে বলে, হে ধোঁকাবাজ! তুমি এখনই বললে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাও না। অথচ এখনই তুমি অন্যের রূপের কথা শুনে আমার থেকে বিমুখ হয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে। তোমার মিথ্যা প্রেমের প্রতি শত শত ধিক্কার।

আল্লামা রুমী (রহ.) এ উদাহরণের অবতারণা করার পর বলেছেন যে, সাধারণ একজন মেয়ের যেখানে তার প্রেমের দাবিদার হওয়ার পর অন্যের দিকে আকৃষ্ট হওয়া বরদাশত হল না, সেখানে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রার্থী ও আশেক বলে যারা দাবি করে, তারা যদি অন্যদিকে মন নিবদ্ধ করে তবে আল্লাহর তা কিভাবে বরদাশত হবে? এজন্যই আল্লাহর একজন অলী ফরমায়েছেন,

اندریں راہ می تراش و می خراش ☆ تادم آخر دم فارغ مباش

‘আল্লাহর সন্ধানে সব সময় চেষ্টা ও সাধনা চালাও এবং কষ্ট স্বীকার কর। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই চেষ্টা থেকে গাফেল হইও না।’

আল্লামা রুমী (রহ.) বলেন,

یک چشم زدن غافل آں شاه نباشی ☆ شاید که نگاہی وآگاه نباشی

‘এক পলকের জন্যেও দোজাহানের খালেক ও মালিকের স্মরণ হতে গাফিল হইও না। কেননা কোন মুহূর্তে তিনি তাঁর যাকিরীন বান্দাদের ডাকে সাড়া দেবেন, জানা নেই।’

কাজেই প্রতি মুহূর্তে তার যিক্র-আযকারে মশগুল থাকা উচিত। তাঁর দর্শন লাভের প্রত্যাশায় সদা-সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকা চাই।

আল্লামা রুমী (রহ.)-এর বক্তব্যে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মবাণীই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,

وَأَذْكُرُّكَ إِذَا نَسِيتُ ①

‘আল্লাহর কথা ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়ামাত্রই তাঁর যিক্র কর।’

যিক্র কি ও কেন?

আউলিয়ায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর যিক্র মানব দেহের যাকাতস্বরূপ। যাকাত দেওয়ার দরুণ যেমন ধন-সম্পদ পবিত্র ও নির্দোষ হয়ে যায়, তদ্রূপ যিক্র করার দরুণ মানুষের আত্মা কুফরী ও শিরিক থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তাঁরা আরও বলেন,

- আগুন যেমন লাকড়ি জ্বালিয়ে ফেলে, তেমনি আল্লাহ তা‘আলার যিক্র গোনাহসমূহকে জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়।
- বৃষ্টির পানি যেমন শুষ্ক জমিকে সতেজ, সবুজ ও তরতাজা করে দেয়, তেমনি আল্লাহ তা‘আলার যিক্র মৃত ঈমানকে সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত করে দেয়।
- ফল যেমন বৃক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, আল্লাহ তা‘আলার যিক্র ও সেইভাবে বেঈমানী ও গোমরাহীর অন্ধকার দূর করে দেয়।
- যে ব্যক্তির দিলে আল্লাহ তা‘আলার যিক্র নেই, সে ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়, কিংবা লবণ ছাড়া খাবারের মতো।
- বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতিরেকে যবেহ করলে যেমন জানোয়ারের গোশত হালাল হয় না, তেমনি আল্লাহ তা‘আলার যিক্র ছাড়া মানুষের দিলও পবিত্র হয় না।
- চিন্তা করে দেখুন, যিক্র হলো সবকিছুর মূল। বিনা যিক্রে নামাযও হয় না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ②

① আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৪

‘আমার স্মরণ ও যিক্রের নিমিত্তে নামায কায়েম করো।’

সে জন্য নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল যিক্রেরই প্রাধান্য। তকবীর ছাড়াও প্রতিটি রুকু, সেজদা ও বৈঠকে আল্লাহ্ আকবর বলা এবং রুকু ও সেজদায় আল্লাহর তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার মত সুন্দর নিয়ম আছে। যেন পুরো নামাযই আল্লাহ তা‘আলার যিক্রেই পরিপূর্ণ।

- নামাযের পূর্বশর্ত ওয়র বেলায়ও বিসমিল্লাহসহ অন্যান্য দু‘আ পাঠও যিক্রের মধ্যে শামিল।
- অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান, একামত প্রভৃতিও হচ্ছে যিক্র।
- নামাযের ভেতর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হামদ, সানা, সূরা, কিরআত সবই যিক্রের মধ্যে গণ্য। এসব যিক্র যথাযথভাবে আদায় হলেই নামায কবুল হয় অন্যথায় নয়।
- মৃত্যুর পরপর কবরের মধ্যে মুনকার-নকীর ফেরেশতা জিজ্ঞাসাবাদ হিসেবে যা প্রশ্ন করবেন এবং তার যে জবাব দেওয়া হবে তাও যিক্রের মধ্যে পরিগণিত।
- কিয়ামতের দিন আমলনামা ওজন দেওয়ার সময় আল্লাহ তা‘আলার নাম যিক্রের বরকত দ্বারা নেককারদের নেকীর পাল্লা ভারী করা হবে।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর নামের যিক্র দ্বারা পুলছেন্নাত পাড়ি দেবে, সে নির্বিল্পে ও সহীহ-সালামতে পার হয়ে যাবে। আর আল্লাহর নামের যিক্রের মাধ্যমেই বেহেশতের দরজা খুলে যাবে। জাহান্নামের আগুনও এই যিক্রকে ভয় পায়।
- যিক্র হলো ইসলামের মূল ভিত্তি ঈমানের প্রাণ ও স্পন্দন। নবী করীম (সা.) যখন সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তখন আল্লাহ্ আকবর তকবীর ধ্বনি দিয়ে অভিযান পরিচালনা করতেন যা একপ্রকার যিক্র। ইসলামের বাইরের

② আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৪

দুশমনদের ন্যায় ঈমানদারের অন্তরের বাতেনী শত্রু শয়তানের সাথেও যুদ্ধ করতে হলে আল্লাহ তা‘আলার যিক্র দ্বারাই করতে হয়। এই জন্য আল্লাহপাক বলেছেন, ‘আল্লাহর যিক্রই সর্বশ্রেষ্ঠ।’

- আল্লাহর কোনো এক আশেক বান্দাও বলেছেন, যাহিরী, বাতিনী শত্রু দমনে আল্লাহ তা‘আলার যিক্রই সবচে বড় হাতিয়ার।

عاشقان را راه اینست ذکر گوید مدام

دم بدم ذکر گوید کار آن کرد تمام

‘আশিকদের নিয়ম হলো, তারা সবসময় যিক্রে ‘হু’ করতে থাকেন, সদাসর্বদা যিক্রে ‘হু’-এর মাধ্যমে তাদের যাবতীয় কাজ সফলকাম হয়।’

কলবই মানবদেহের মূল চালিকাশক্তি

এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, কলবই হলো মানব দেহের মূল এবং তার সুস্থতার ওপরই সমস্ত শরীরের সুস্থতা নির্ভরশীল। নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

‘আদম সন্তানের দেহের মধ্যে একটুকরা গোশত রয়েছে, তা যদি সুস্থ থাকে, তাহলে সর্ব শরীর সুস্থ ও শান্তিতে থাকে। আর যদি তা অশান্তি থাকে, তাহলে সর্ব শরীর অসুস্থ ও অশান্তিতে থাকে। জেনে রেখো যে, এটি হল কলব।’^১

এ জন্যে বুয়ুর্গানে দীন বিশেষ করে হযরত বড়পীর (রহ.) কলবের সংশোধনের ওপর সবিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। সাথে সাথে এছাড়াও নফসেরও ব্যবস্থা করেছেন। তরীকতের মধ্যে এ দুটিই হলো মূল

কর্মপন্থা। এজন্য কাদেরিয়া তরীকার মশায়েখগণ তরীকতপন্থীদেরকে গুরু হতে কলবের সবক এবং কলবকে কেন্দ্র করেই যিক্রের তালীম দিয়ে থাকেন। পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামের নিয়মও তাই ছিল।

হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী

(রহ.)-এর মূল্যবান অভিমত

কুতুবুল ইরশাদ হযরত ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.) ইরশাদে রহমানী নামক কিতাবে বলেছেন,

‘এ যমানায় সমস্ত লতীফার সবক আদায় করার পরও নফসের ইসলাহ বা সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উন্নতি সাধন করা যায় না। হযরত নিয়ামউদ্দীন আউলিয়া (রহ.) গুণু লতিফায়ে কলবের যিক্র আদায় করতেন এবং তাতে তাঁরা অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। একনিষ্ঠ খুলুসিয়াতের বদৌলতে তাঁরা এ উন্নতি লাভ করেছিলেন।’^২

যিক্রের গুরুত্ব

যাকিরীন বান্দা যিক্র করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের দিলের মধ্যে এক প্রকার গরম বা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। যেমন তরকারীর ডেকসিতে আগুনের উত্তাপ দিলে এক প্রকার তাপ ও জোশের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি হলে যাকিরের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যিক্র করতে থাকে। যিক্রের দ্বারা মুরদা কলব যিন্দা হয়ে যায়। সব সময় যিক্র করতে থাকলে আল্লাহপাক বান্দার কলবের মধ্যে একটি যবান সৃষ্টি করে দেন। সেই যবান থেকেই যিক্র চালু হয়। যাহিরী যবান মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কলবে বাতিনী জবান চালু থাকে।

^১ সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মোজেরী, ইরশাদে রহমানী ওয়া ফযলে ইয়াযদানী, পৃ. ১১:

اس زمانے کے لوگ تمام لطیفے طے کرتے ہیں پہلے زمانے میں فقط لطیفہ قلب کی سیر میں بدرجہا ان سے زائد ہو جاتے تھے، ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ: اگلے بزرگ جیسے حضرت نظام الدین اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہما فقط ذکر قلبی کرتے تھے، مگر خلوص کی وجہ سے یہ مرتبہ تھا۔

^২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: ৫২, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১০৭ (১৫৯৯); হযরত নু‘মান ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

কোনো একজন আল্লাহ তা‘আলার অলীর উক্তিএ একথাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

چوں بمیرم بردم رازیر خاک ☆ جان و تن من خوش بگوید ذکر پاک

‘আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, আত্মীয়-স্বজন যখন আমাকে কবর স্থানে নিয়ে যাবে এবং তারা আমাকে একলা রেখে আসবে, তখন হয়ত তারা আমার জন্য কান্নাকাটি করবে; কিন্তু আমি কবরের ভেতরে খুশির সাথে আল্লাহ তা‘আলার যিকর করব।’

এখানে আরও একটি গূঢ়তত্ত্ব হলো, মানব দেহের সকল অঙ্গই মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু কলব নামক মাংস পিণ্ডটি বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করার দরুন জিন্দা থাকে। আল্লাহর পবিত্র নামের যিকরের প্রভাবে মৃত বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তাই আশেকীন ও যাকিরীন বান্দাদেরকে মৃত বলা হয় না, বরং তারা জিন্দা। এ বিষয়ে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা আশিয়া, আউলিয়াদের দেহ মাটির জন্য খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। বুয়ুর্গানে দীন হতে আরও একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ، وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ.

‘আল্লাহ তা‘আলার অলীগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন না, বরং এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হন।’^১

কাদিরিয়া তরীকার অনুসারীদেরকে কেউ কেই অবজ্ঞা করে বলেন যে, তাদের তরীকায় বিভিন্ন লতিফার সবক দেওয়ার প্রথা নেই। কাজেই তাতে কোনো আধ্যাত্মিক নেয়ামত পাওয়া যাবে না। তরীকতের বিশেষ কর্মপন্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই এ জাতীয় ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ তরীকতের মধ্যে কলব সংশোধন করাই মূল লক্ষ্য। ইরশাদে রহমানী কিতাবে হযরত গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.)-এর ইস্তেকালের পর তাঁর সাহেবযাদাগণ তরীকতের তা‘লীমী প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করার জন্য অন্যসব লতিফার কাজ বাদ দিয়ে কেবল লতিফায়ে কলবের সবক দিয়েছিলেন।

যারা পরবর্তীকালে ইমাম রব্বানী সাহেবের মুজাদ্দিয়া তরীকা অনুসরণ করে লতিফার সবক নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেক উপযুক্ত ওলামা-মশায়খ রয়েছেন। তাঁদের কর্মপন্থাকে কারও খারাপ মনে করা উচিত নয়। আমরা শুধু একথাই বলেছি যে, কাদিরিয়া তরীকার অনুসারীগণ উল্লিখিত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমল করে যাচ্ছেন। এই হাদীসের মর্মবাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো এক বুয়ুর্গ বলেছেন, মানবদেহের মধ্যে কলব হলো রাজার ন্যায়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রজার ন্যায়। তাই দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী রাজাকে জয় করে নিলে প্রজারাও আয়ত্তে এসে যায়। মানব দেহের রাজা কলবের সংশোধন করলে অন্যান্য লতিফাও সংশোধন হয়ে যায় এবং গোটা দেহ তাবেদারী করতে থাকে। লতিফায়ে কলবের তা‘লীম ও তাকিয়া যদি খুলুসিয়াতের সাথে হয়, তাহলে অন্যান্য লতিফাও এর ইকতিদা করতে থাকে। এ শ্রেণির উপযুক্ত লোকদের পক্ষেই দিলে হাজির করে আল্লাহ তা‘আলার যিকর করা সম্ভব ও সহজ। তাঁদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে যিকর করার প্রয়োজন হয় না। তারা যিকরে কলবী (দিলে দিলে যিকর) করলেই যথেষ্ট।

যিকরে ফাঁস আনফাসের তাৎপর্য

যিকরে কলবের গুরুত্বের কারণে কাদিরিয়া তরীকার ‘যিকরে ফাঁস আনফাস’ নামে এক প্রকার যিকরের নিয়ম প্রচলিত আছে। চুপে চুপে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যিকর করাকেই বলা হয় যিকরে ফাঁস আনফাস। এর গূঢ়তত্ত্ব হলো, মানুষের হায়াত হচ্ছে সীমাবদ্ধ। হায়াত শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়েই চালু রয়েছে। কাজেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে জীবিত রাখা দরকার। আল্লাহ তা‘আলার যিকর ছাড়া তা তো মৃত। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার কোনো এক অলী বলেছেন,

الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ؛ كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَهُوَ مَيِّتٌ.

‘মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসসমূহ নির্দিষ্ট। অতএব যেসব শ্বাসপ্রশ্বাস আল্লাহ তা‘আলার যিকর ছাড়া বের হয়, সেগুলো মৃত।’

এ উপলক্ষিকে রেখেই হযরত বুআলী কলন্দর শাহ (রহ.) তরীকতপন্থীদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

^১ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ৩, পৃ. ১০২০, খ. ৪, পৃ. ১৫৪১ ও পৃ. ১৫৮২

هش دردم دارم مرد خدا ☆ یک دم و یک نفس مباش از اوجدا

‘হে আল্লাহর সন্ধানী মানুষগণ। তোমরা প্রতিটি নিঃশ্বাসের পাহারাদারী কর। এক মুহূর্ত, এক নিঃশ্বাস পরিমাণও তার যিক্র বিনা কাটাইও না।’

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা‘আলার প্রেমিক বান্দাদের উচিত, সদা সজাগ ও সতর্ক থেকে আল্লাহ তা‘আলার যিক্রে মশগুল থাকা এবং অতিরিক্ত দুনিয়াদারীর ঝামেলায় লিপ্ত না হওয়া। যেই দুনিয়াদারিতে ব্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট। যেমন- কোনো এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

چیت دنیا دانی پر درد وبلا ☆ می کند از ذکر و فکر حق جدا

‘তোমার কি জানা আছে যে, দুনিয়া হলো দুঃখ, সমস্যা ও পেরেশানিতে ভরা। দুনিয়ার মোহ মুমিনদেরকে আল্লাহর যিক্র ও ফিক্র থেকে বিরত রাখে।’

এজন্যই পবিত্র কুরআন মজীদে মুমিনদেরকে সব সময় বেশি বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিক্র ও স্মরণ করার তাগাদা দেওয়া হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দ্বারা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যাকিরীনদের মধ্যে যারা সত্যিকার আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য ও সম্ভ্রুতি লাভের প্রত্যাশীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাসনা রাখেন তাঁদের কর্তব্য হলো প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে হাজির থাকা। এ হাজির থাকার উপায় হচ্ছে, সবসময় আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করা। যেমন- কোনো এক খাঁটি মুরিদ মনের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন যে,

مراز پیر طریقت نصیحتی یاد است

که جز ذکر خدا هر چه هست برباد است

‘আমি তরীকতের পীরের কাছ হতে একটিমাত্র নসীহত স্মরণ রেখেছি (এই নসীহতই আমার জন্য যথেষ্ট এবং জীবনে সফলকাম হতে পারব বলে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে) সেই নসীহতই হলো, আল্লাহর যিক্র ছাড়া বাকী সবকিছুই অনর্থক ও বৃথা।’

যিক্রকারীর ডাকে আল্লাহপাক সাড়া দেন

পবিত্র মুখে ও পরিষ্কার কলবে যিক্র করলে আল্লাহপাক সেই ডাকে সাড়া দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহ তা‘আলার যিক্র কর, তাহলে আপদে-বিপদে সবসময় আল্লাহপাক তোমাদেরকে স্মরণ করবেন।’ হযরত নূহ (আ.)-এর যমানায় একটি ঘটনা একথার পক্ষে বিরাট দলিল।

হযরত নূহ (আ.) তাঁর নুবুওতের দায়িত্ব পালনের সময় নয়শ, বছরের অধিককাল নিজের কওমকে হেদায়তের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর যাবতীয় চেষ্টা সাধনার পরও নিজ কওমের অধিকাংশ লোকই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনকি তার পুত্রও অসৎদের সংস্রবে তাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। হাজারো বোঝানোর পরও যখন তিনি কওমের হেদায়তের পথে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলার কাছে আরজি পেশ করলেন,

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝

‘ইয়া আল্লাহ! এ জমিনের ওপর কাফেরদের কোনো নাম-নিশানাও রেখো না। তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দাও। কারণ এরা বেঁচে থাকলে, তাদের বংশে যারা জন্ম নেবে তারা সবাই ফাছেক, বদকার ও কাফের হবে। নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হবে তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহী করবে।’

আল্লাহ তা‘আলা নূহ (আ.)-এর আরজি কবুল করে নেন এবং পরে তাহাকে একটি জাহাজ তৈরি করার আদেশ করেন। আল্লাহপাক আরও বলেন, আপনার আনুগত্য স্বীকারকারী উম্মতকে সেই জাহাজে তুলে নিন এবং জীব-জন্তুর মধ্য থেকে প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া পশু পক্ষীও জাহাজে উঠিয়ে নিন।

জাহাজ তৈরির পর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অনুযায়ী সব হুকুম পালিত হলো তখন আল্লাহপাক আসমান ও জমিনকে পানি বর্ষণ এবং উদগীরণ করার হুকুম দিলেন। সেই পানিতে সারা দুনিয়ায় দেখা গেল

^১ আল-কুরআন, সূরা নূহ, ৭১:২৬

তুফান ও প্লাবন। পাহাড়-পর্বত ডুবে অথৈ পানিতে তলিয়ে গেল। হযরত নূহ (আ.) সহ সেই জাহাজে আরোহন করলেন। ঈমানদার উম্মত ও বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পক্ষীসহ জাহাজ অথৈ পানিতে ভাসতে ভাসতে ইরাকের জুদি পাহাড়ে এসে আটকে গেল। সেখানে পৌঁছার পর হযরত নূহ (আ.) সকলের খোঁজ-খবর নিলেন। ঈমানদার লোকদের মধ্যে কে কে এসেছেন, কেউ বাদ পড়ে গেল কিনা, কে কোন অবস্থায় আছে তার খোঁজ নিলেন। দেখা গেল উম্মতদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা ঈমানদার মহিলাকে তিনি খবর নিতে ভুলে গেলেন এবং তিনি জাহাজে নেই। তখন তিনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন? চিন্তা করতে লাগলেন। পৃথিবীতে তো সবই ডুবে গেল। এই বৃদ্ধাতো বেঁচে থাকার কথা নয়? তাকে তো তিনি খবর দিতে পারেননি, সেই জাহাজেও আরোহন করাননি। আল্লাহপাক এর জন্য প্রশ্ন করলে তিনি কী জবাব দেবেন? কিছুদিন পর পানি নিঃশ্বেস হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তিনি মহিলাটির খোঁজ নিতে চেষ্টা করলেন। বুড়ির বাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বুড়ি সহি-সালামতে জায়নামায়ে বসে এবাদতে মশগুল রয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) বুড়ির নিকট প্রলয়ংকারী তুফানের সমস্ত কথা খুলে বললেন, আরও বললেন, ভুলে আমি তোমাকে খবর দিতে পারিনি। পরে আফসোস করতে করতে তোমার খোঁজে এসেছি।

সবশুনে তিনি বললেন, কই এসবের তো আমি কিছুই জানি না। আমি তো আমার ভাঙা কুড়ে ঘরের মধ্যে ইবাদত-বন্দেগিতে ছিলাম। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিফায়তের রেখেছেন। হযরত নূহ (আ.) বুড়ির কথা শুনে সেখানেই সাজদায় পড়ে গেলেন, বললেন, ইয়া আল্লাহ! এ প্রলয়ংকারী তুফানের পরও এ বুড়ি কিভাবে বেঁচে রইল? তার যে কোনো ক্ষতি হল না! এমন কি কিয়ামতের মতো এ বন্যা ও তুফানের কোনো আভাসই সে যে পেল না, এর হেতু কি? তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো, হে নূহ! তুমি কি জান না যে, যে লোক আমার যিক্র করে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি এবং আমার নৈকট্য দান করে খাস রহমতের চাদরে ঢেকে রাখি।

কালেমায়ে তাইয়েবা যিক্রের বৈশিষ্ট্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

‘যে ব্যক্তি কালেমায়ে তাইয়েবা পড়বে সে বেহেশতে যাবে।’^১

কিন্তু কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করলে হবে না-অন্তরেও বিশ্বাস করতে হবে। কেউ যদি কালেমায়ে তাইয়েবা যথা— ٱللهُ ٱَكْبَرُ যিক্র হিসেবে পড়তে থাকে এবং অন্তরের মধ্যে মিথ্যা প্রতারণা ও মুনাফিকী লুকিয়ে রাখে, ধন-দৌলত ও দুনিয়ার স্বার্থের মোহে অন্তর ভরে থাকে, তাহলে উভয় জাহানে প্রকৃত ফায়দা সে লাভ করতে পারবে না। মুখে উচ্চারণের সাথে অন্তরেও গভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। আর এই বিশ্বাসই হলো আসল জিনিস। যে কলব বা অন্তর ঈমানের ভিত্তিস্থল সেখানে কালেমা বিশ্বাসের দৃঢ় হওয়ার জন্য ক্ষেত্র তৈরি থাকতে হবে অর্থাৎ অন্তর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

অন্তরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো যিক্র। উপযুক্ত পীর-মুরশিদদের সাথে গভীর ভালোবাসা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অন্তর পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

বস্তুত আল্লাহর যিক্র সেসব লোকের মাধ্যমেই কাজ করবে যারা তালেবে মওলা বা আল্লাহপ্রার্থী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মুরিদের যদি যিক্রের প্রতি আগ্রহ ও প্রচেষ্টা না থাকে তাহলে পীর সাহেব নিজে হিদায়ত করতে পারবেন না। যেমন— পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, মানুষ যদি হিদায়ত লাভ করার পথ তালাশ না করে এবং হেদায়তের চেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনা না করে, তাহলে স্বয়ং নবী করীম (সা.)ও হিদায়ত করতে পারবেন না।

এমনকি স্বয়ং আল্লাহপাকও যে ব্যক্তি তাঁর দিকে রুজু না হয়ে তাঁর সন্ধান করে না, তাকে হিদায়ত দান করেন না। বরং যারা তাঁর দিকে রুজু হয় তাদেরকেই হিদায়ত দান করেন।

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ৫৮২৭, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৯৫, হাদীস: ১৫৪ (৯৪); হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.»

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ①

‘এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।’

এ শাস্ত্রত সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা‘আলার কোনো অলী বলেছেন, যা আমাদের হযরত কেবলা হযরত মীর মাওলানা মুহাম্মদ আখতার (রহ.) থেকে শুনেছি,

گر خداخواهی خداجویی کن ☆ ورنی خواهی مخوان اسم کن

‘সত্যিই যদি আল্লাহপ্রার্থী হয়ে থাক, তাহলে খাঁটিভাবে কলবকে পরীক্ষার করে মনে প্রাণে আল্লাহকে ডাকতে থাক (যিক্রের দ্বারা সदा তার সন্ধানে লেগে থাক)। আর যদি আল্লাহপ্রার্থী না হও তাহলে শুধু মুখে মুখে আল্লাহ শব্দের যিক্র দ্বারা প্রকৃত ফল পাওয়া যাবে না।’

একই বিষয়ে আল্লাহর অন্য আরেকজন অলী বলেছেন,

ذكر كن تا مزگور گردد عیاں ☆ نمی آں ذکر که باشد برزبان

‘যদি যিক্র করতে চাও, তাহলে মাওলানার মুহব্বত নিয়ে এমনভাবে যিক্র কর, যাতে তিনি যিক্রকারীর কাছে নিজেকে ধরা দেয় এবং স্বয়ং নিজেই উপস্থিত হয়ে যান।’

কিন্তু যে যিক্র শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করা হয় তা দ্বারা সেই নিয়ামত লাভ করা যায় না। কারণ তার অন্তর অন্য ধ্যান-ধারণায় পরিপূর্ণ। আল্লাহর মুহব্বত ও যিক্রের স্থান সেখানে নেই। এরূপ অন্তর নিয়ে যিক্র করলে সে ডাকে আল্লাহপাক সাড়া দেবেন না। বর্তমানে দেখা-দেখিতে যিক্র করার প্রথাও চালু হয়েছে। অথচ যিক্রের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহর মুহব্বতে পরীক্ষার ও পরিচ্ছন্ন অন্তরে আল্লাহপাককে স্থান দিয়ে তাঁর দর্শন ও মিলনের পরম সৌভাগ্য লাভ করা। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, আল্লাহর খাঁটি আশেক বা প্রেমিক বান্দাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যিক্র করি না।

① আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২:১৩

আল্লাহর যিক্র ও তাসবীহ পাঠতো সকল মাখলুকাতই করে থাকে। কাজেই সবচেয়ে সম্মানিত আশরাফুল মাখলুকাত আদম সন্তানদের অধিক গুরুত্ব সহকারে যিক্র করা কর্তব্য।

যিক্র শুধু জায়নামায়ে বসেই নয়; বরং কাজে কর্মে, চলা-ফেরায়, সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর যাতি-সিফাতি নাম নিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। কখনও তার যিক্র ও স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। যেমন- স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা খাঁটি বান্দাদের সম্মোদন করে বলেছেন,

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذْ أَنْسَيْتَ ②

‘আল্লাহর কথা ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়া মাত্রই আল্লাহর যিক্র কর।’

কোনো সময় যেন বান্দা আল্লাহর স্মরণ ও যিক্র থেকে গাফেল না থাকে। কেননা আল্লাহর স্মরণ ও যিক্রই হলো সব সমস্যার সমাধান ও সকল প্রকার পেরেশানী দূর করার উপায়। হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহ.) পন্দনামা নামক কিতাবে এ সম্পর্কে বলেছেন,

یاد او سرمایه ایمان شود ☆ ہو گد از یاد او سلطان شود

ইয়াদে উ রমায়ায়ে ঈমান শওয়াদ,

হার গদা আয় ইয়াদে উ সুলতান শওয়াদ।

‘তাঁর স্মরণই ঈমানের পুঁজি, প্রত্যেক ভিখারী তার যিক্রের দ্বারা বাদশাহে পরিণত হয়।’

শুধু মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ নয়, আল্লাহর সত্যিকার সন্ধানী হয়ে পবিত্র মুখ ও পরিশুদ্ধ অন্তর তৈরি করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের অনুসারী ও অনুরাগী হওয়ার পর আল্লাহকেই জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। অতঃপর আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে একমাত্র সাহায্যকারী একমাত্র আশ্রয়স্থল ও পরম বন্ধু মনে করে একীনের সাথে যদি আল্লাহর স্মরণ ও যিক্র করা হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয় বান্দার

② আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৪

ডাকে সাড়া দেবেন। কোনো বুয়ুর্গ এরূপ মরতবা হাসিলের উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

لَذِّبَالٍ لَّهِ وَلَا تُلْذِ بِسَوَاهُ * مَنْ لَذَّ بِاللَّهِ الْجَلِيلِ كَفَّاهُ

লুয বিল ইলাহ ওয়ালা তালুয বে-সিওয়াহু

মন লাযা বিল্লাহিল জলীলে কাফাহু।

‘একমাত্র দয়াময় প্রভু আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় নিয়ো না। যে ব্যক্তি আল্লাহু জাল্লা জালালুহুর আশ্রয় লাভ করবে তার জন্যে স্বয়ং তিনিই যথেষ্ট।’

কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতটিতেও এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۝۱

‘বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই কি যথেষ্ট নন?’

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যেসব দিলে আল্লাহর স্মরণ ও যিক্র থাকবে না, সেসব অনাবাদী যমীনের ন্যায়। যেমন কোনো এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

آباد و بی دل جس میں تمہارا یاد ہے ☆ جو یاد سے غافل ویران و برباد ہے

আবাদ ওহী দিল জিসমে তোমরা এয়াদ হে,

জু এয়াদ ছে গাফেল ওয়ায়রান ওয়া বরবাদ হে।

‘যে দিলের মধ্যে তোমার স্মরণ রয়েছে সে দিলই আবাদ, আর যে দিল তোমার স্মরণ হতে মাহরুম তা উজাড় বিরানভূমি।’

আল্লাহর যিক্রই শান্তির একমাত্র উৎস

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, আমাদের মধ্যে যারা যিক্রের মূল্যবান সম্পদ থেকে মাহরুম রয়েছে এবং নানা প্রকার জঞ্জাল ও ঝামেলায় জড়িয়ে আছি, তারাই সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা। আমরা নানা ঝামেলা নিয়ে দিন-রাত অশান্তিতে কাটাচ্ছি, শান্তির মূল বস্তু আল্লাহর

যিক্রের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। এজন্য অশান্তিতে রোগে শোকে আমরা দিশেহারা। শুধু মানবজাতি নয়, গোটা সৃষ্টিজগতই আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করে। যেমন- আল্লাহর কোনো এক বান্দা বলেছেন,

بہار اب کل ہے ذکر مولی ☆ قرار حبان دل ہے نام اللہ

‘মানবের অবহেলিত ও কালিমালিঙ্গ দেহের জন্য মাওলার যিক্র বসন্তের জীবন জাগানো পরশের মতো, আল্লাহ তা‘আলার নামই মানুষের রুহ ও প্রাণে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়।’

তাই আল্লাহভক্তদের কণ্ঠে হৃদয়ের মর্মবাণী উচ্চারিত হতে শোনা যায়:

زین و آسمان و عرش و کرسی ☆ ہوئے سرمست پی کر جام اللہ

‘জমিন-আসমান, আরশ-কুরসি সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার মুহব্বতের শরাব পান করে তার জন্য মতোয়ারা হয়েছে।’

اگر سننے کی طاقت ہو تو ہر شئی ☆ سنا دے خود تجھے پیغام اللہ

‘যদি তোমার মনের কানে শোনার যোগ্যতা থাকে, তাহলে প্রত্যেক জিনিসই যে, আল্লাহর যিক্র করছে তা শুনতে ও জানতে পারবে।’

بہائے خون اگر تو عاشقوں کا ☆ تو ہر قطرہ سے نکلے نام اللہ

‘তুমি যদি আল্লাহর আশেকদের রক্ত প্রবাহিত করে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে যে, তাদের শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু হতে আল্লাহ তা‘আলার নাম উচ্চারিত হচ্ছে।’

হযরত মনসূর হাল্লাজ (রহ.)-এর ঘটনা কারো অজানা নয়। তাঁর শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্তবিন্দু এবং সেই রক্ত মিশ্রিত দজলা নদীর পানি হতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছিল।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ.)-এর একজন মুরীদ মসজিদের মেহরাবে বসে আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করছিলেন। হঠাৎ মেহরাবের ছাদ ভেঙে কয়েকটি পাথর তার শরীরে আঘাত করলো এবং রক্ত প্রবাহিত হলো, তখন দেখা গেল যে, প্রতি ফোঁটা

^১ আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯:৩৬

রক্ত হতে আল্লাহর নামের যিক্র উচ্চারিত হচ্ছে। কাজেই আল্লাহর খাঁটি আশেকের উচিৎ সদা-সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার যিক্রে মশগুল থাকা। যিক্রের মাধ্যমেই মনের শান্তি আসবে ও অন্তরের সকল চাহিদা মিটে যাবে এবং অশান্তি দূর হবে। তরীকতপন্থীদের মধ্যে যাদের এই শ্রেণি বা মর্যাদা নসীব হবে তাদের জন্যই স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হতে সুসংবাদ রয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করেই পবিত্র কুরআনে রয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ
وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ

‘হে আমার সেইসব বান্দা, যাদের নফস আমার আনুগত্য স্বীকার ও যিক্রের দ্বারা শান্তি লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে তোমার প্রভুর দর্শন ও মিলনের দিকে অগ্রসর হও। কেননা, তার ওপর রাজি হয়েই জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেছে এবং নিজ অস্তিত্বকেও উৎসর্গ করেছে। তিনিও তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের হয়ে যাও এবং আমার দর্শন ও মিলনের স্থান জান্নাতে প্রবেশ কর।’^১

এরূপ প্রশান্ত আত্মার লোকেরাই সবসময় আল্লাহ তা‘আলার যিক্রে রত থাকেন। কেননা তাঁদের কাছে আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের চেয়ে দামী অন্যকিছু নেই।

ذَكَرَكَ لِلْمُشْتَاقِينَ خَيْرَ تَرَبٍّ * وَكُلَّ شَرْبٍ دُونَهُ كَسْرَابٍ

‘যারা আল্লাহর আশেক তাদের জন্য তোমার যিক্রই উত্তম শরাব। আল্লাহর যিক্র ছাড়া অন্য যেকোনো পানীয় মরীচিকার মতো।’

তবে সবসময় নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার যিক্রে রত রাখা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্যে তওফীক ও সৌভাগ্য চাই। আত্মত্যাগ ও নিজের জ্ঞান-গরিমা বিসর্জন দিয়ে অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। আল্লাহপাক তওফীক দিলেই তা করা সম্ভব। আল্লাহ প্রেমিক যিক্রকারীদের বনের পাখি হতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কোকনাক নামক একটি পাখি রয়েছে, যা থাকে গহিন বনে। তার কাজ হলো সর্বদা

আল্লাহর ‘হু’ যিক্র করা। পাখিটি প্রথমে এক জায়গায় লাকড়ি জোগাড় করে স্তম্ভ করে। তারপর সে সেই স্তম্ভের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং ‘হু’ ‘হু’ যিক্র করতে থাকে। সেই যিক্রের তাছিরেই আল্লাহ পাকের মহিমায় আগুন জ্বলে উঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে লাকড়িগুলো জ্বলে ছাই-ভস্ম হয়ে যায়।

সেইসঙ্গে নিজেও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে বৃষ্টির পানি পড়লে তা থেকে ডিম সৃষ্টি হয়। সেই ডিম থেকেই আবার পাখি জন্মে। সেই পাখিগুলো আবার পূর্বের নিয়মে আত্মাহুতি দেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নতুন জীবন দেওয়া হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কোনো এক আল্লাহ তা‘আলার অলী বলেছেন,

کشتگانِ خنجر تسلیم را ☆ ہر زماں از غیب جاں دیگر است

‘যে সমস্ত বান্দা স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের জন্য প্রতি মুহূর্তে অদৃশ্য জগত হতে নতুন নতুন জীবন দান করা হয়।’

বস্তুত যিক্রের চেয়ে মূল্যবান ও স্বাদের বস্তু আর কিছুই নেই। কুরআন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা ও বুয়ুর্গানে দীনের আমলী জিন্দেগি তারই প্রমাণ। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। তাই আসুন, আল্লাহর খাঁটি আশিক বান্দা হওয়ার মানসে কোনো হক্কানী পীর-মুরশিদের নিকট তরীকতের সম্পর্ক লাভ করে নিজের আত্মার তায়কিয়া ও পরিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহ তা‘আলার নেক বান্দাদের ন্যায় উন্নত জীবনের অধিকারী হই।

ইতিহাসে যারা অলী-বুয়ুর্গ ও আল্লাহর নেক বান্দা হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তারাও এভাবে পীর-মুরশিদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য মুহব্বত ও যিক্রের মাধ্যমে নিজের জীবনকে ধন্য করেছেন। এভাবে প্রেমের স্বাদ লাভ করার পর আল্লাহর কোনো আশেক বলেছেন,

اللہ اللہ ایں چه شیریں است نام ☆ شیر و شکر می کند جانم تمام

‘কি আশ্চর্য যে, আল্লাহ আল্লাহ মধুর নাম সর্বান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং সর্বশরীর, আল্লাহর যিক্রের বদৌলতে মধুময় হয়েছে।’

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফজর, ৮৯:২৭-৩০

উত্তম যিক্র কোনটি?

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যিক্রের মধ্যে হযরত রাসূলেপাক (সা.)-এর নাম উচ্চারণ ও দরুদ শরীফও শামিল রয়েছে। কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন ও দীনী তালিমও যিক্রের মধ্যে পরিগণিত। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট যিক্রের বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো,

- سُبْحَانَ اللَّهِ (সুবহানাল্লাহ): সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য।
- الْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদুলিল্লাহ): সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
- اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর): আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।
- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ): আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।
- اللَّهُ (আল্লাহ): আল্লাহ।
- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ): পাপ কাজ থেকে রক্ষার শক্তি এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই লাভ করা সম্ভব।

حَسْبُكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ① نِعْمَ الْهَدْيُ وَنِعْمَ الْتَصْوِيرُ ②

‘তিনি উত্তম কার্য সম্পাদনকারী।’^১ ‘উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী।’^২

তবে এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যিক্র কোনটি সে সম্পর্কে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে, اللَّهُ أَكْبَرُ এবং سُبْحَانَ اللَّهِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ হাছে সর্বোত্তম যিক্র। কেননা তাতে আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহত্বের কথা ঘোষণা রয়েছে। অনেকের মতে বিশেষ করে, আশেকের রাসূলগণের দৃষ্টিতে নবী করীম (সা.)-এর ওপর সালাত ও সালাম বখশিশ করাই উত্তম যিক্র। কেননা দরুদ ও সালামের জন্য যা কিছু পড়া হয়, তাতে একই সাথে আল্লাহ ও রাসূলে

পাকের নাম উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলে পাকের সম্ভৃতি একই সাথে লাভ করা সম্ভব হয়। কোনো আশেকে রাসূলের বক্তব্য অনুযায়ী, দরুদ শরীফের মধ্যে এক ফুলের দ্বারা দুই ত্রাণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক জোর তাগিদ সহকারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর সালাত ও সালাম পেশ করার হুকুম দিয়েছেন। সালাত ও সালাম পাঠ আল্লাহর রহমত লাভের অতীব গুরুত্বপূর্ণ পছা। নবী করীম (সা.)-এর নামের যিক্র স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার যিক্রের মধ্যে গণ্য। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে পাকের নাম মেবারকের মধ্যেই আল্লাহর যিক্র নিহিত রয়েছে। যেমন কোনো আশেকে রাসূল বলেছেন,

نبي كى ذكر سے ذكر خدا ہے ☆ خدا سے رسول الله كى جدا ہے

‘নবীর যিক্রের মধ্যেই আল্লাহ তা‘আলার যিক্র নিহিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নন।’

এর মর্মার্থ হলো, নবীজির নাম উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা‘আলার নাম উল্লেখ করা হয়ে যায়। যেমন- তাফসীরে ইবনে আব্বাসে সূরা ইনশারাহের তাফসীরে বলা হয়েছে যে,

جَعَلْتُ ذِكْرَكَ فِي ذِكْرِي، وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّنْ ذِكْرِي.

‘আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, ‘হে প্রিয়! আপনার যিক্র আমার যিক্র হিসেবে গণ্য করেছি।’ অপর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ‘স্বয়ং আপনাকেই আমার স্মরণের মর্যাদা দান করেছি।’^৩

وصلى الله على نور كزوشد نورها پيدا

زى از حب اوسا كن فلک در عشق اوشيدا

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, ৩:১৭৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:৪০

^৩ আস-সুলামী, হাকায়িকুত তাফসীর, খ. ২, পৃ. ৪০৫

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), আল-মু'জামুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৩. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

৪. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বৃগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), আল-জামিউল কবীর = আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সঙ্গ পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

৫. আদ-দারিমী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১-২৫৫ হি. = ৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), আস-সুনান = আল-মুসনদ, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৬. আদ-দায়লামী : আবু শুযা', শীরাওয়ায়হি শাহারদার ইবনে শীরাওয়ায়হি ইবনে ফানাখসরু আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), আল-ফিরদাউসু বি-মাসুরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৭. আন-নাওয়ায়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), আল-আযকারুন নাওয়াবিয়া, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৮. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে 'আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে 'ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১-৩০৭ হি. = ৮২৬-৯২০ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৯. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১০. আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী: আবুশ শায়খ, আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে হাইয়ান আল-আসফাহানী (২৭৪-৩৬৯ হি. =

- ৮৮৭-৯৭৯ খ্রি.), আল-উযমা, দারুল আসিমা, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)
১১. আল-আজলুনী : আবুল ফিদা, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আল-জাররাহী আল-আজলুনী আদ-দামিশকী (১০৮৭-১১৬২ হি. = ১৬৭৬-১৭৪৯ খ্রি.), কাশফুল খিফা ওয়া মুখীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৩৫১ হি. = ১৯৩২ খ্রি.)
১২. আল-ওয়াহিদী : আবুল হাসান, আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-ওয়াহিদী আন-নায়সাবুরী আশ-শাফিঈ (১০০০-৪৬৮ হি. = ১০০০-১০৭৬ খ্রি.), আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
১৩. আল-বগওয়ী : রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুনাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনু মাস'উদ ইবনি মুহাম্মদ ইবনিল ফাররা আল-বগওয়ী আশ-শাফিঈ (৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.), মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
১৪. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), শুআবুল ঈমান,

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

১৫. আল-বায়হাকী

: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), আদ-দাওয়াতুল কবীর, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওয়া', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

১৬. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারুল তওকিন নাজাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

১৭. আল-মুনযিরী

: আবু মুহাম্মদ, যকীউদ্দীন, আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কওয়ী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুনযিরী (৫৮১-৬৫৬ হি. = ১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

১৮. আস-সাখাওয়ী

: শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১-৯০২ হি. = ১৪২৭-১৪৯৭ খ্রি.), আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কসীরিম মিনাল আহাদীসিল মশহুরা আলাল আলসিনা, দারুল কিতাব আল-আরবি,

- বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
১৯. আস-সাগানী : রযিউদ্দীন, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে হায়দার আল-আদওয়ী আল-ওমরী আল-কুরাশী আস-সাগানী আল-হানাফী (৫৭৭-৬৫০ হি. = ১১৮১-১২৫২ খ্রি.), *আল-মওযুআত*, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
২০. আস-সুলামী : মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে খালিদ ইবনে সালিম আস-সুলামী আল-আযদী আন-নায়সাপুরী (৩২৫-৪১২ হি. = ৯৩৬-১০২১ খ্রি.), *হাকায়িকুত তাফসীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)
২১. আস-সুযুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আল-ফতহুল কবীর ফী যম্মিয় যিয়াদাতি ইলাম জামিয়িস সগীর*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
২২. আস-সুযুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আদ-দুরারুল মুনতাসারা ফিল আহাদীসিল মুশতাহারা*, কিংব সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সুউদি আরব
২৩. আশ-শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শওকানী আল-ইয়ামানী (১১৭৩-১২৫০ হি. = ১৭৫৯-১৮৩৪ খ্রি.),

- আল-ফাওয়ায়িদুল মজমূআ ফিল আহাদীসিল মওযুআ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান
২৪. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল-হা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)
২৫. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)
২৬. ইবনে ওজায়বা : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মাহদী ইবনে ওজায়বা আল-হাসানী আল-আনজিরী আল-কাসী আস-সূফী (১১৬০-১২২৪ হি. = ১৭৪৭-১৮০৯ খ্রি.) *আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মজীদ*, দারুল আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)
২৭. ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১-৭৫১ হি. = ১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), *আল-ওয়াবিলুস সাইব মিনাল কালিমিত তাইয়িব*, দারুল হাদীস,

- কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)
২৮. ইবনুল জওয়ী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওয়ী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *আল-মওযু'আত*, আল-মাকতাবাতুস সলফিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব [প্রথম সংস্করণ: (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৩৬৬ হি. = ১৯৬৮ খ্রি. ও (৩য় খণ্ড) ১৩৮৮ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.]
২৯. ইবনে রজব আল-হাম্বলী : যায়নুদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব ইবনুল হাসান আস-সালামী আল-বগদাদী আদ-দামিশকী আল-হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হি. = ১৩৩৬-১৩৯৩ খ্রি.), *জামি'উল উলূম ওয়াল হাকাম ফী শরহি খামসীনা হাদীসান মিন জাওয়ামি'ইল কালিম*, মুআসসিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
৩০. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারু ইয়াহইয়াল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
৩১. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী: মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩-১২২৫ হি. = ১৭৩০-১৮১০ খ্রি.), *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)
৩২. নুরুদ্দীন আল-হায়সামী: আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-

- কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. = ১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
৩৩. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম উবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুরায়শি আন-নিশাপুরি (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আস-সহীহ = আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার বি-নাকল আল-আদল আন আদল ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান
৩৪. শায়খ সা'দী : শায়খ, মুসলিহ উদ্দীন, শরফুদ্দীন ইবনে আবদুল্লাহ সাদী আশ-শীরাযী (৫৮০-৬৯১ হি. = ১১৮৪-১২৯২ খ্রি.), *বোস্তা*, ইস্তিশারাতে ইকবাল, তেহরান, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. শা. = ২০১০ খ্রি.)